রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭

প্রতিবেদন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭

প্রতিবেদন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭

প্রতিবেদন

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

প্রতিবেদন প্রণয়নে
দিলীপ কুমার সরকার
নেসার আমিন

সহযোগিতায়
আহসানুল কবির
রাজেশ দে
সানজিদা হক বিপাশা
সাইফুল সারওয়ার

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৮

মুদ্রণঃ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা।

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক

সচিবালয়ঃ হেরাল্ডিক হাইটস্, ২/২ (লেভেল-৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোনঃ +৮৮০২-৯১৩ ০৪৭৯ ও ৯১৪-৬২৭১; ফ্যাক্সঃ +৮৮০২-৯১৪ ৬১৯৫
ই-মেইলঃ shujan.info@gmail.com
ওয়েবসাইটঃ www.shujan.org ও www.votebd.org
ফেইসবুকঃ facebook.com/shujan.bd

সূচিপত্র

- **প্রারম্ভিক কথা**
- **রংপুর সিটি করপোরেশন পরিচিতি**
  - ইতিহাস ও পরিচিতি
  - রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১২
- **রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭: নির্বাচন পূর্ব চিত্র**
  - নির্বাচনের প্রেক্ষাপট
  - নির্বাচনের সাধারণ তথ্য
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ
  - ২০১২ ও ২০১৭ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র
  - নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী
  - মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার
  - একনজরে রংপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৭
- **নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য:**
  - নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র
- **নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ও তথ্য:**
  - নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্য
  - মেয়র পদে বিজয়ী প্রার্থীর তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (২০১২ ও ২০১৭)
- **নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ**
  - মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক পর্যালোচনা
  - সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে নির্বাচনের ফলাফল
  - নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ (মেয়র পদে)
- **নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া**
  - পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন
  - রাজনৈতিক দলগুলোর মূল্যায়ন
  - 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক'-এর মূল্যায়ন
- **নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ**
- **শেষকথা**

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রংপুর সিটি করপোরেশন অন্যতম। গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এই সিটি করপোরেশনের দ্বিতীয় নির্বাচন। ২০১২ সালে রংপুর পৌরসভাকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করার পর এই সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর।

নাগরিক সংগঠন 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করা এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় সব নির্বাচনকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখেও 'সুজন' বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'সুজন'-এর এসব কার্যক্রমে স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, পিস প্রেসার গ্রুপ ও পিস অ্যাম্বাসেডরগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

বর্তমান প্রতিবেদনে রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৮ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী, নির্বাচনের সার্বিক একটি মূল্যায়ন এবং নির্বাচনকে ঘিরে সহযোগী সংগঠনসমূহ-সহ 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদন তৈরির উদ্দেশ্য হলো আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা এবং উপরোক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা, যাতে পাঠক, লেখক ও গবেষকরা তাঁদের প্রয়োজনে বর্তমান প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন।

রংপুর সিটি করপোরেশন পরিচিতি

ইতিহাস ও পরিচিতি: বাংলাদেশের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে রংপুর অন্যতম। ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদে 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) বিল, ২০০৯'-এর মাধ্যমে রংপুর পৌরসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে রংপুর সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয়। সিটি করপোরেশনের আয়তন এখন ২০৩.৬৩ বর্গকিলোমিটার। এই আয়তনের মধ্যে রংপুর সদরের ১০টি, কাউনিয়া সারাই ও পীরগাছার কল্যাণী-সহ ১২টি ইউনিয়ন মিলে ১১২টি মৌজাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মধ্যে সাতটি ইউনিয়ন পূর্ণাঙ্গ ও পাঁচটি আংশিক রয়েছে। তবে সেনানিবাস সিটি করপোরেশনের আওতার বাইরে।

১৮৬৯ সালের ১ মে ৫০.৫৬ বর্গকিলোমিটারের রংপুর পৌরসভার গোড়াপত্তন হয়। প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর ই জি গ্লোজিয়ার। ১৮৮২ সালে ডিমলার জমিদার রাজা জানকী বল্লভ সেন রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও অ্যাডভোকেট মাহাতাব উদ্দিন খান, মোহাম্মদ আফজাল, মুক্তিযোদ্ধা অপিল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক সংসদ সদস্য শরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু এবং কাজী মো. জুননুন পর্যায়ক্রমে একাধিকবার এ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সবশেষ পৌর চেয়ারম্যান ছিলেন এ কে এম আব্দুর রউফ মানিক।

১৮৯২ সালে জমিদারের দানকৃত বাগানবাড়ির জমিতে গড়ে তোলা হয় রংপুর পৌর ভবন। ১৯৮৬ সালে রংপুর পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। এ পৌরসভাকে তখন ৫০ দশমিক ৫৬ বর্গকিলোমিটারে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল। এর আগে পৌরসভার রাস্তাগুলো ছিল কাঁচা। যানবাহন বলতে ছিল পালকি, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি। রাতের অন্ধকার দূর করতে শহরের মোড়ে মোড়ে জ্বলতো অ্যান্ডির তেল বা কেরোসিনের তেলের বাতি। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বলতে অবস্থাসম্পন্ন বাসাবাড়িতে ছিল সার্ভিস ল্যাট্রিন, আর নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য মাঠে-ঘাটে খোলা পায়খানা। সুপেয় পানি বলতে কুয়া, ইন্দারা এবং পুকুরের পানি।

পৌরসভা থেকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত হওয়ার পর রংপুরের পৌর এলাকা ৫০.৫৬ বর্গ কিলোমিটার বর্গ থেকে বৃদ্ধি করে সিটি করপোরেশনের জন্য প্রায় ২০৩.৬৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা আওতাভুক্ত করা হয়।

প্রথম সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১২: ২০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের এই দশম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে ১২ জন, কাউন্সিলর পদে ৩২৭ জন ও সংরক্ষিত নারী আসনে ৯১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ছিল তিন লাখ ৫৭ হাজার ৭৪০ জন। এর মধ্যে পুরুষ এক লাখ ৭৯ হাজার ১২৮, আর নারী ভোটার এক লাখ ৭৮ হাজার ৬১৪ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১৭৮টি। নির্বাচনে মোট ভোট পড়ে ২ লাখ ৮২ হাজার ১৬৪। এর মধ্যে বৈধ ভোট ২ লাখ ৭৩ হাজার ৬৩০টি, আর বাতিল ভোটের সংখ্যা ৮ হাজার ৫৩৪টি।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতা সরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু মেয়র নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশে এই প্রথম ব্যক্তি যিনি একাধারে উপজেলা, পৌরসভা, সংসদ সদস্য ও সিটি মেয়র নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাতীয় পার্টি নেতা মো. মোস্তাফিজার রহমান পান ৭৭ হাজার ৮০৫টি ভোট।

সারণি-১: রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১২ (মেয়র পদে)

ক্রমিক নং	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১.	সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টু	১,০৬,২৫৫	৩৮.৮৩
২.	মো. মোস্তাফিজার রহমান	৭৭,৮০৫	২৮.৪৩
৩.	এ. টি. এম. গোলাম মোস্তফা	১৫,৬৮১	৫.৭৩
৪.	আব্দুল কুদ্দুস	৯৭৯	০.৩৫
৫.	এ. কে. এম. আব্দুর রউফ মানিক	৩৭,২০৮	১৩.৫৯
৬.	কাজী মাজিরুল ইসলাম লিটন	৩,৮৬৪	১.৪১
৭.	ফিরোজ কবির চৌধুরী	১,৮৬৮	০.৬৮
৮.	মো. আলী হায়দার সরকার	৫০৬	০.১৮
৯.	মো. কাওছার জামান বাবলা	২১,২৩৫	৭.৭৬
১০.	মো. ফারুখ আজীজ	২,৩১৬	০.৮৪
১১.	মো. মেহেদী হাসান (বনি)	৯৫৯	০.০০০০৩৫
১২.	মো. সাফিউর রহমান	৪,৯৫৪	১.৮১

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭: নির্বাচন পূর্ব চিত্র

নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল। উক্ত আইনি বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশন গত ২৫ নভেম্বর রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে।

নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক পন্থা, যার মধ্য দিয়ে ভোটাররা তাদের স্বার্থে কাজ করার জন্য পছন্দের প্রার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেয়ার সুযোগ পান। কিন্তু সেই নির্বাচন প্রক্রিয়া যদি নিয়মতান্ত্রিক না হয়, তবে তা শুধু প্রশ্নবিদ্ধই হয় না, জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলেও বিবেচিত হয়। নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের জন্য রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন ছিল এক অগ্নিপরীক্ষা। কেননা প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্বাচনটির প্রতি দৃষ্টি ছিল দেশবাসীর। অন্যদিকে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের পর এটি ছিল নব-গঠিত নির্বাচন কমিশনের জন্য দ্বিতীয় নির্বাচন। তাই নির্বাচনটি আয়োজনে কমিশন কতটা নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে সেদিকেও দেশবাসীর নজর ছিল। এছাড়া যেহেতু আইনগতভাবে এই নির্বাচন ছিল দলভিত্তিক নির্বাচন, তাই রাজনৈতিক দলেরও জনপ্রিয়তার পরিমাপক হিসেবে বিবেচিত হয় এই নির্বাচন।

নির্বাচনের সাধারণ তথ্য

প্রার্থী সংখ্যা: নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন। তফসিল ঘোষণার পর মেয়র পদে মোট ১৩ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২২৬ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৭ জন, সর্বমোট ৩০৬ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ২১২ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৫ জন, মোট ২৮৪ জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৫ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ৩ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মেয়র প্রার্থী: নির্বাচনে মেয়র পদে সাতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থীরা হলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত সরফুদ্দীন আহমেদ ঝন্টু (গত এক মেয়াদে রংপুর সিটির মেয়রের দায়িত্ব পালন করে আসা, এবারও মেয়র পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী), জাতীয় পার্টির মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা (বিগত নির্বাচনের জাতীয় পার্টির বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে ৭৭ হাজার ৮০৫ ভোট পান), বিএনপির কাওসার জামান বাবলা (বিগত নির্বাচনে ২১,২৩৫ ভোট পেয়ে চতুর্থ অবস্থানে ছিলেন)। বাকি চারজন মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন– সিপিবি-বাসদের আবদুল কুদ্দুছ (মই), ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এ টি এম গোলাম মোস্তফা বাবু (হাতপাখা), ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সেলিম আখতার (আম) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ-এর ভাতিজা হোসেন মকবুল শাহরিয়ার আসিফ (হাতি)।

ভোটার ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য: রংপুর সিটি করপোরেশনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৮৯৪ জন। পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৯৬ হাজার ২৫৬, মহিলা ১ লাখ ৯৭ হাজার ৬৩৮ জন। মোট ভোট কেন্দ্র ১৯৩টি। ভোটকক্ষ ১১৭৮টি। ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা ৩ হাজার ৫৫৯ জন। ১৯৩টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র একটি কেন্দ্রে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) এ ভোট নেওয়া হয়। নগরীর ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ কেন্দ্রের (১৪১ নম্বর কেন্দ্র) ছয়টি বুথে ইভিএমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পান ২ হাজার ৫৯ জন ভোটার।

নিরাপত্তা: রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে নিরাপত্তা বাহিনীর পাঁচ হাজার ৫০০ সদস্য মোতায়েন করা হয়। এর মধ্যে বিজিবি ২১ প্লাটুন (৬৩০ জন), র‍্যাবের ৩৩ টিম (৪০০ জন) এবং পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য ৪ হাজার ৪৭০ জন। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ১১টি এবং নির্বাচনী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ৩৩টি ভ্রাম্যমান আদালত কর্মরত ছিল।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের তথ্যের বিশ্লেষণ

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে সাত ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করতে হয়। 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' প্রায় সকল নির্বাচনের পূর্বেই প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় তা জনগণের কাছে তুলে ধরে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পান এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও সুযোগ পান তারা।

এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচনের পূর্বে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। নিম্নে সে বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

সারণি-২: শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৮১ ৩৮.২০%	৪৪ ২০.৭৫%	৪১ ১৯.৩৩%	৩২ ১৫.০৯%	১০ ৪.৭১%	৪ ১.৮৮%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২৫ ৩৮.৪৬%	১৭ ২৬.১৫%	৮ ১২.৩০%	৮ ১২.৩০%	৬ ৯.২৩%	১ ১.৫৩%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**১০৬ ৩৭.৩২%**	**৬১ ২১.৪৭%**	**৫১ ১৭.৯৫%**	**৪৩ ১৫.১৪%**	**১৮ ৬.৩৩%**	**৫ ১.৭৬%**	**২৮৪ ১০০%**	

- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (২৮.৫৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৩ জনের (৪২.৮৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক এবং ২ জনের (২৮.৫৭%) এইচএসসি। মো. আব্দুল কুদ্দুছ ও এটিএম গোলাম মোস্তফা স্নাতকোত্তর; মো. কাওছার জামান, মো. মোস্তাফিজার রহমান ও জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ স্নাতক এবং মো. সেলিম আখতার ও জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার এইচএসসি পাস।

- মোট ৩৩টি সাধারণ ওয়ার্ডের ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৮১ জনের (৩৮.২০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৪৪ জনের (২০.৭৫%) এসএসসি এবং ৪১ (১৯.৩৩%) জনের এইচএসসি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩২ (১৫.০৯%) ও ১০ জন (৪.৭১%)। ৪ জন (১.৮৮%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- মোট ১১টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৬৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর সংখ্যা ২৫ জন (৩৮.৪৬%)। ১৭ জনের (২৬.১৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৮ জনের (১২.৩০%) এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৮ (১২.৩০%) ও ৬ জন (৯.২৩%)। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ৬ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন– সংরক্ষিত ১নং ওয়ার্ডের মোছা. দিলারা বেগম ও মোসা. নাছিমা আক্তার; সংরক্ষিত ২নং ওয়ার্ডের মোছা. হাফিজা খাতুন; সংরক্ষিত ৪নং ওয়ার্ডের মোছা. শামীমা আকতার এবং সংরক্ষিত ৬নং ওয়ার্ডের মোছা. নাজনীন নাহার খানম ও মোছা. পাপিয়া। ১ জন (১.৫৩%) সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে একটি বড় অংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৬৭ জন বা ৫৮.৮০%) এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৬১ জন (২১.৪৭%)। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৩৭.৩২% (১০৬ জন) প্রার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। যে ৫ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি, তাঁদের-সহ হিসাব করলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থীর শতকরা হার দাঁড়ায় ৩৯.০৮% (১১১ জন)।

সারণি-৩: পেশা সংক্রান্ত তথ্য									
পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৫ ৭১.৪২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	২০ ৯.৪৩%	১৫০ ৭০.৭৫%	১৬ ৭.৫৪%	১ ০.৪৭%	২ ০.৯৪%	৬ ২.৮৩%	১৭ ৮.০১%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	১৪ ২১.৫৩%	৩ ৪.৬১%	০ ০%	৪০ ৬১.৫৩%	১ ১.৫৩%	৭ ১০.৭৬%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**২০ ৭.০৪%**	**১৬৯ ৫৯.৫০%**	**১৯ ৬.৬৯%**	**১ ০.৩৫%**	**৪২ ১৪.৭৮%**	**৮ ২.৮১%**	**২৫ ৮.৮০%**	**২৮৪ ১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৫ জনই (৭১.৪২%) ব্যবসায়ী। মো. আব্দুল কুদ্দুছ পেশার ঘর পূরণ করেননি। জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ পেশার ঘরে উল্লেখ করেছেন 'রাজনীতি'।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৭০.৭৫% (১৫০ জন) ভাগের পেশাই ব্যবসা। কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন ২০ জন (৯.৪৩%) করে। ১৭ জন (৮.০১%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- ৬৫ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর অধিকাংশই (৪০ জন বা ৬১.৫৩%) গৃহিণী। ১৪ জনের (২১.৫৩%) পেশা ব্যবসা। ৭ জন (১০.৭৬%) পেশার ঘর পূরণ করেননি।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৫৯.৫০% ভাগই (১৬৯ জন) ব্যবসায়ী।
- সর্বমোট ২৫ জন প্রার্থী পেশার ঘর পূরণ করেননি। এর অর্থ দাঁড়ায় ৮.৮০% প্রার্থী কোনো উপার্জনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত নেই।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

সারণি-৪: মামলা সংক্রান্ত তথ্য								
পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ ২৮.৫৭%	৪ ৫৭.১৪%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৫২ ২৪.৫২%	৩৩ ১৫.৫৬%	৫ ২.৩৫%	৪ ১.৮৮%	১৭ ৮.০১%	০ ০%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৪ ৬.১৫%	৩ ৪.৬১%	০ %	০ %	০ %	০ ০%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**৫৮ ২০.৪২%**	**৪০ ১৪.০৮%**	**৫ ১.৭৬%**	**৪ ১.৪০%**	**১৮ ৬.৩৩%**	**০ ০%**	**২৮৪ ১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ৪ জন (৫৭.১৪%)। মো. আব্দুল কুদ্দুছের বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং মো. মোস্তাফিজার রহমান ও জনাব সরফুদ্দীন আহম্মদের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। মো. কাওছার জামানের বিরুদ্ধে বর্তমান মামলা আছে এবং অতীতেও ছিল। তবে এটিএম গোলাম মোস্তফা, মো. সেলিম আখতার ও জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই এবং অতীতেও ছিল না।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫২ জনের (২৪.৫২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৩৩ জনের (১৫.৫৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৭ জনের (৮.০১%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৫ জনের (২.৩৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে এবং ৪ জনের (১.৮৮%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল। যে ৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে তাঁরা হচ্ছেন: ১নং ওয়ার্ডের মো. রফিকুল ইসলাম, ৫নং

ওয়ার্ডের মো. হাসানুজ্জামান, ২৭নং ওয়ার্ডের জনাব কামরুল হাসান টিটু, ২৯নং ওয়ার্ডের জনাব এমরাউল হাসান চৌধুরী সুজন এবং ৩০নং ওয়ার্ডের জনাব নূরুজ্জামান জাদু। অতীতে যে ৪ জনের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারায় মামলা ছিল, তাঁরা হচ্ছেন, ১৫নং ওয়ার্ডের মো. শাফিউল ইসলাম, ২১নং ওয়ার্ডের জনাব খাইরুল ইসলাম এবং ২৮নং ওয়ার্ডের জনাব নেছার আহমেদ ও মো. ইদ্রিস আলী।

- ৬৫ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৬.১৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং ৩ জনের (৪.৬১%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। বর্তমানে মামলা রয়েছে এমন কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন– ৬নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছা. মিনি বেগম, ৮নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের জনাব পারভীন আক্তার ও মোছা. হাসনা বানু এবং ১১নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছা. সানজিদা আক্তার। অতীতে মামলা ছিল এমন কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন, ৬নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছা. জাহেদা আনোয়ারী, ৭নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের জনাব জাফরিন ইসলাম রিপা এবং ৮নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছা. আরজানা বেগম।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনের (২০.৪২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪০ জনের (১৪.৮%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১৮ জনের (৬.৩৩%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা রয়েছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৫ জনের (১.৭৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৪ জনের বিরুদ্ধে (১.৪০%) অতীতে ফৌজদারি মামলা আছে বা ছিল; এরা সকলেই সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিল প্রার্থী। উল্লেখ্য, মেয়র প্রার্থী মো. আব্দুল কুদ্দুছ বর্তমান মামলাগুলোকে অতীতেও দেখিয়েছেন।

সারণি-৫: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য

পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ %	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	০ %	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৫৪ ২৫.৪৭%	১৩২ ৬২.২৬%	২১ ৯.৯০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ২.৩৫%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	১৪ ২১.৫৩%	২৬ ৪০%	৪ ৬.১৫%	০ %	০ %	০ ০%	২১ ৩২.৩০%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**৬৮ ২৩.৯৪%**	**১৬০ ৫৬.৩৩%**	**২৮ ৯.৮৫%**	**১ ০.৩৫%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**২৭ ৯.৫০%**	**২৮৪ ১০০%**	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (২৮.৫৭%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ৩ জনের (৪২.৮৫%) আয় বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং ১ জনের আয় ২৫ লক্ষ টাকার অধিক। মো. আব্দুল কুদ্দুছ কোনো আয় দেখাননি। বছরে সর্বোচ্চ ৪৫,৯৩,৮৮০ টাকা আয় করেন জনাব জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫,৯০,০০০ টাকা আয় করেন মো. কাওছার জামান এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ১০,১২,২৭২ টাকা আয় করেন মো. মোস্তাফিজার রহমান।

- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১৮৬ জনেরই (৬৫.৪৯%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় করেন ২১ জন (৯.৯০%)। ৫ জন (২.৩৫%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- সংরক্ষিত আসনের ৬৫ জন প্রার্থীর মধ্যেও সিংহভাগই (৪০ জন ৬১.৫৩%) কাউন্সিলর প্রার্থীর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার নিচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৪ জন (৬.১৫%)। ২১ জন (৩২.৩০%) জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী কোনো আয় দেখাননি।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে চার পঞ্চমাংশের (২২৮ জন বা ৮০.২৮%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ২৭ জনকে (৯.৫০%) যোগ করলে এই হার দাঁড়ায় ৮৯.৭৮% (২৫৫ জন)। বিশ্লেষণে এটা বলা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রায় নয় দশমাংশই স্বল্প আয়ের। বছরে সর্বোচ্চ ৪৫,৯৩,৮৮০ টাকা আয় করেন একজন মেয়র প্রার্থী; যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-৬: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য									
পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ %	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ %	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৭৫ ৮২.৫৪%	২৩ ১০.৮৪%	০ ০%	২ ০.৯৪%	২ ০.৯৪%	০ ০%	১০ ৪.৭১%	২১২ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	৫২ ৮০%	১০ ১৫.৩৮%	০ %	০ %	০ %	০ ০%	৩ ৪.৬১%	৬৫ ১০০%	
সর্বমোট	**২৩০ ৮০.৯৮%**	**৩৪ ১১.৯৭%**	**১ ০.৩৫%**	**২ ০.৭০%**	**৪ ১.৪০%**	**০ ০%**	**১৩ ৪.৫৭%**	**২৮৪ ১০০%**	

- মোট ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪২.৮৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নিচে, ১ জনের (১৪.২৮%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ জনের (১৪.২৮%) ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ২ জনের (২৮.৫৭%) সম্পদ কোটি টাকার অধিক। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ সরফুদ্দীন আহম্মেদের (১,৫৩,৬০,১১৮ টাকা) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছেন মো. কাওছার জামান (১,৫২,০০,০০০ টাকা)।
- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (১৭৫ জন অথবা ৮২.৫৪%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ২৩ জন (১০.৮৪%) কাউন্সিলর প্রার্থীর। দুই জন (০.৯৪%) কাউন্সিলর প্রার্থীর সম্পদ কোটি টাকার অধিক; তারা হচ্ছেন ২১ নং ওয়ার্ডের মো. তারিক মুরশেদ গৌরব (২ কোটি ২২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩০৭.০০ টাকা) ও ১২ নং ওয়ার্ডের রবিউল আবেদীন রতন (১ কোটি ২২ লক্ষ ২৫ হাজার ৮২৯.০০ টাকা)। ১০ জন (৪.৭১%) ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।
- ৬৫ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৫২ জনের (৮০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পদ রয়েছে ১০ জন (১৫.৩৮%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর। ৩ জন (৪.৬১%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী সম্পদের কথা উল্লেখ করেননি।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩০ জনই (৮০.৯৮%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ১৩ জন প্রার্থী-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৩ জন (৮৫.৫৬%)। অপরদিকে কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ৪ জন (১.৪০%)।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। এছাড়াও রয়েছে সম্পদ গোপন করার প্রবণতা। তাই অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বেশি।

সারণি-৭: দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য								
পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ %	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
কাউন্সিলর	১৩ ৬.১৩%	৯ ৪.২৪%	২ ০.৯৪%	০ ০%	২ ০.৯৪%	০ ০%	২১২ ১০০%	২৬ ১২.২৬%
মহিলা কাউন্সিলর	১ ১.৫৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৫ ১০০%	১ ১.৫৩%
সর্বমোট	**১৪ ৪.৯২%**	**১২ ৪.২২%**	**২ ০.৭০%**	**০ ০%**	**২ ০.৭০%**	**১ ০.৩৫%**	**২৮৪ ১০০%**	**৩১ ১০.৯১%**

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জনের (৫৭.১৪%) দায়-দেনা ও ঋণ রয়েছে। এই চারজন হলেন: মো. কাওছার জামান, মো. মোস্তাফিজার রহমান, জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ ও জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার। এরমধ্যে জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের ৯,০০,০০০ টাকা এবং জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ারের ১৫,০০,০০০ টাকা ব্যক্তিগত ঋণ রয়েছে। মো. মোস্তাফিজার রহমানের ১৫,০০,০০০ টাকা ঋণ রয়েছে জনতা ব্যাংকে। মো. কাওছার জামানের মোট দায় স্থিতি ও বর্তমান ঋণের পরিমাণ ৬০,৪৬,০০,৭৩৬ টাকা। দায়-দেনার ঘরে তিনি উল্লেখ করেছেন, ৩০/০৬/২০১৪ ইং বছরে সমাপ্ত স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড-এর দায় স্থিতি ৫,৪৬,০০,৭৩৬ টাকা ও ব্লক এ/সি হিসেবে দায় স্থিতি ৫,০০,০০,০০০ টাকা এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড থেকে একক ঋণ ৮,০০,০০,০০০ টাকা ও সোনালী ব্যাংক থেকে যৌথ ঋণ ৪২,০০,০০,০০০ টাকা।

- সাধারণ আসনের ২১২ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৬ জন (১২.২৬%) এবং সংরক্ষিত আসনের ৬৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ১ জন (১.৫৩%) ঋণগ্রহীতা। সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ৩১ জন (১০.৯১%)।

- মোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (১.০৫%) কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে। কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন মেয়র প্রার্থী ছাড়াও ২ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী রয়েছেন। উক্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ৩ নং ওয়ার্ডের মো. মোস্তাফিজুর রহমান (২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা) ও মো. শাহাবুল আলম (১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা)।

সারণি-৮: আয়কর সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
কাউন্সিলর	১০৬ ৫০%	২ ০.৯৪%	১১ ৫.১৮%	১ ০.৪৭%	৪ ১.৮৮%	১ ০.৪৭%	০ ০%	২১২ ১০০%	১২৫ ৫৮.৯৬%
মহিলা কাউন্সিলর	৩৬ ৫৫.৩৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৫ ১০০%	৩৬ ৫৫.৩৮%
সর্বমোট	**১৪৪** **৫০.৭০%**	**২** **০.৭০%**	**১১** **৩.৮৭%**	**২** **০.৭০%**	**৫** **১.৭৬%**	**১** **০.৩৫%**	**০** **০%**	**২৮৪** **১০০%**	**১৬৫** **৫৮.০৯%**

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর সকলেরই আয়কর বিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এরমধ্যে করের আওতায় পড়েছেন ৪ জন। সর্বশেষ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ১,২৭,৮৪৬ টাকা কর প্রদান করেছেন জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫২,৮৭৫ কর প্রদান করেছেন জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৫,২৯৫ টাকা কর প্রদান করেছেন মো. মোস্তাফিজার রহমান। কর প্রদানকারী অপর প্রার্থী মো. কাওছার জামান। তিনি ৫,০০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।

- ২১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১২৫ জন (৫৮.৯৬%) আয়কর প্রদানকারী। ১২৫ জন কর দাতার মধ্যে ১০৬ জন (৮৪.৮০%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম। ৫ জন কাউন্সিলর প্রার্থী লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ১২নং ওয়ার্ডের রবিউল আবেদীন রতন (৭,০৫,২৮৬ টাকা), ১৭নং ওয়ার্ডের মো. আব্দুল গাফফার (১,০৮,২৩৫ টাকা), ২১নং ওয়ার্ডের মো. তারিক মুরশেদ গৌরব (১,৩৮,৯৬১.০০ টাকা) এবং ২৮নং ওয়ার্ডের মো. শাহাদত হোসেন (১,০৪,৪২৫.০০ টাকা)। উল্লেখ্য, জনাব রবিউল আবেদীন রতন সর্বোচ্চ করদাতা।

- ৬৫ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে ৩৬ জনের (৫৫.৩৮%) আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তারা সকলেই কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম।

- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ১৬৫ জন (৫৮.০৯%) কর প্রদানকারী। এই ১৬৫ জনের মধ্যে ১৪৪ জনই (৫০.৭০%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ৬ জনের মধ্যে ৫ জনই (৮৩.৩৩%) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী।

- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা প্রকৃত কর

প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

তথ্য বিশ্লেষণকালে দেখা গিয়েছে যে, কোনো কোনো প্রার্থী তথ্য প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছকগুলো পূরণ না করে ফাঁকা রেখেছেন। এটাকে আমরা হলফনামায় তথ্য গোপনের শামিল বলেই মনে করি। এ বিষয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উল্লেখ্য, আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে সকল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের দাখিলকৃত হলফনামার সঠিকতা যাচাইপূর্বক অসত্য তথ্য প্রদানকারী প্রার্থীগণ-সহ অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদানকারীদের মনোনয়নপত্র বাতিলের আহ্বান জানিয়ে আসছি। তা না হলে হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যই ভণ্ডুল হয়ে যায়। এছাড়াও হলফ করে অসত্য তথ্য দেওয়া, কিংবা তথ্য গোপন করা একটি ফৌজদারি অপরাধ।

২০১২ ও ২০১৭ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীগণের তুলনামূলক চিত্র

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১২ তে ১২ জন প্রার্থী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এবারের নির্বাচনে (২০১৭) মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাত্র ৭ জন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে মো. আব্দুল কুদ্দুছ, এ টি এম গোলাম মোস্তফা, মো. কাওছার জামান, মো. মোস্তাফিজার রহমান ও জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ বিগত নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই ৫ জন মেয়র প্রার্থী বিগত (২০১২) নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে (২০১৭) আয়কর বিবরণী-সহ হলফনামায় যেসকল তথ্য দাখিল করেছিলেন, আমরা তা থেকে কিছু বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি-৯: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য

ক্রম	প্রার্থীর নাম	নির্বাচন-২০১২			নির্বাচন-২০১৭			পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১	মো. আব্দুল কুদ্দুছ	০	০	০	০	০	০	০	০.০০%
২	এ টি এম গোলাম মোস্তফা	১,০৮,০০০	০	১,০৮,০০০	২,১৬,০০০	০	২১৬,০০০	১,০৮,০০০	১০০%
৩	মো. কাওছার জামান	৬,৫৩,৩৩৩	০	৬,৫৩,৩৩৩	১৫,৯০,০০০	০	১৫,৯০,০০০	৯,৩৬,৬৬৭	১৪৩.৩৬%
৪	মো. মোস্তাফিজার রহমান	৩৪,১৫,১৪৫	০	৩৪,১৫,১৪৫	১,০১২,২৭২	০	১০,১২,২৭২	- ২৪,০২,৮৭৩	-৭০.৩৫%
৫	সরফুদ্দীন আহম্মেদ	২,৩০,০০০	২৭৫,০০০	৫,০৫,০০০	১৩,০৬,৫০০	১৯,০৪,৭৪০	৪৫,৯৩,৮৮০	৪০,৮৮,৮৮০	৮০৯.৬৭%

- তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ২০১২ এবং ২০১৭ সালে এ টি এম গোলাম মোস্তফার আয় একই রয়েছে, মো. কাওছার জামানের ১৪৩.৩৬% এবং জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের আয় ৮০৯.৬৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক এই আয় বৃদ্ধির হার জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের সবচেয়ে বেশি।
- ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মো. মোস্তাফিজার রহমানের বার্ষিক আয় ৭০.৩৫% হ্রাস পেয়েছে।
- মো. আব্দুল কুদ্দুছ ২০১২ সালের মত ২০১৭ সালেও কোনো আয় দেখাননি।

সারণি-১০: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য									
ক্রম	প্রার্থীর নাম	নির্বাচন-২০১২			নির্বাচন-২০১৭			পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১	মো. আব্দুল কুদ্দুছ	৫,০০০	০	৫,০০০	১,৫১,৫০০	০	১,৫১,৫০০	১,৪৬,৫০০	২৯৩০%
২	এ টি এম গোলাম মোস্তফা	২,২৫,০০০	০	২,২৫,০০০	১,৫০,০০০	০	১,৫০,০০০	-৭৫,০০০	-৩৩.৩৩%
৩	মো. কাওছার জামান	৭,১৩,৩৩৩	২০,০০০	৭,৩৩,৩৩৩	১,৫২,০০,০০০	০	১,৫২,০০,০০০	১,৪৪,৬৬,৬৬৭	১৯৭২.৭৩%
৪	মো. মোস্তাফিজার রহমান	১৩,৮৪,০০০	১,৭০,০০০	১৫,৫৪,০০০	১৫,২৫,০০০	১,৯০,০০০	১৭,১৫,০০০	১,৬১,০০০	১০.৩৬%
৫	সরফুদ্দীন আহম্মেদ	৯,৮০,০০০	১০,০০,০০০	১৯,৮০,০০০	৩৮,০৭,৬১৪	১,১৫,৫২,৫০৪	১,৫৩,৬০,১১৮	১,৩৩,৮০,১১৮	৬৭৫.৭৬%

- তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মো. আব্দুল কুদ্দুছের সম্পদের পরিমাণ ২৯৩০%, মো. কাওছার জামানের ১৯৭২.৭৩%, মো. মোস্তাফিজার রহমানের ১০.৩৬% এবং সরফুদ্দীন আহম্মেদের ৬৭৫.৭৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদ বৃদ্ধির এই হার মো. আব্দুল কুদ্দুছের সবচেয়ে বেশি (২৯৩০%) হলেও, টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে মো. কাওছার জামানের (১,৪৪,৬৬,৬৬৭ টাকা)। জনাব সরফুদ্দীন আহেম্মেদেরও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৩৩,৮০,১১৮ টাকা।
- এ টি এম গোলাম মোস্তফার সম্পদ ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৩৩.৩৩% হ্রাস পেয়েছে।
- পূর্বেও বলা হয়েছে যে, সম্পদের এই হিসাব মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা সকল সম্পদের মূল্যমান এবং বর্তমান বাজার মূল্য উল্লেখ না থাকায় সম্পদের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। এছাড়াও সম্পদের তথ্য গোপন করার আশঙ্কাও একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সারণি-১১: দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য									
ক্রম	প্রার্থীর নাম	নির্বাচন-২০১২			নির্বাচন-২০১৭			পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		নিজের	নির্ভরশীল	মোট	নিজের	নির্ভরশীল	মোট		
১	মো. আব্দুল কুদ্দুছ	০	০	০	০	০	০	০	০
২	এ টি এম গোলাম মোস্তফা	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	মো. কাওছার জামান	৪,০০,০০,০০০	০	৪,০০,০০,০০০	৬০,৪৬,০০,৭৩৬	০	৬০,৪৬,০০,৭৩৬	৫৬,৪৬,০০,৭৩৬	১৪১১.৫০%
৪	মো. মোস্তাফিজার রহমান	৪,০০,০০০	০	৪,০০,০০০	১৫,০০,০০০	০	১৫,০০,০০০	১১,০০,০০০	২৭৫%
৫	সরফুদ্দীন আহম্মেদ	০	০	০	৯,০০,০০০	০	৯,০০,০০০	৯,০০,০০০	-

- তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মো. কাওছার জামানের ঋণের হার বেড়েছে ১৪১১.৫০% এবং মো. মোস্তাফিজার রহমানের বেড়েছে ২৭৫%। জনাব কাওছার জামানের ঋণ বাড়ার পরিমাণ ৫৬ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৩৬ টাকা।
- ২০১২ সালে জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের কোনো ঋণ না থাকলেও, বর্তমানে তাঁর ৯,০০,০০০ টাকা ব্যক্তিগত ঋণ রয়েছে।
- ২০১২ সালে জনাব আব্দুল কুদ্দুছ ও এ টি এম গোলাম মোস্তফার কোনো ঋণ ছিল না এবং বর্তমানেও নেই।

সারণি-১২: প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ)									
ক্রম	প্রার্থীর নাম	নির্বাচন-২০১২			নির্বাচন-২০১৭			পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		সম্পত্তি	দায়	সম্পদের মোট মূল্য	সম্পত্তি	দায়	সম্পদের মোট মূল্য		
১	মো. আব্দুল কুদ্দুছ	৫,০০০	০	৫,০০০	১,৫১,৫০০	০	১,৫১,৫০০	১,৪৬,৫০০	২৯৩০%
২	এ টি এম গোলাম মোস্তফা	২,২৫,০০০	০	২,২৫,০০০	১,৫০,০০০	০	১,৫০,০০০	-৭৫০০০	-৩৩.৩৩%
৩	মো. কাওছার জামান	৭,১৩,৩৩৩	৪,০০,০০,০০০	-৩,৯২,৮৬,৬৬৭	১,৫২,০০,০০০	১০,৪৬,০০,৭৩৬	-৮,৯৪,০০,৭৩৬	-৫,০১,১৪,০৬৯	-১২৭.৫৬%
৪	মো. মোস্তাফিজার রহমান	১৩,৮৪,০০০	০	১৩,৮৪,০০০	১৫,২৫,০০০	০	১৫,২৫,০০০	১,৪১,০০০	১০.১৯%
৫	সরফুদ্দীন আহম্মেদ	৯,৮০,০০০	০	৯,৮০,০০০	৩৮,০৭,৬১৪	৯,০০,০০০	২৯,০৭,৬১৪	১৯,২৭,৬১৪	১৯৬.৭০%

- তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে মো. আব্দুল কুদ্দুছের প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ) বেড়েছে ২,৯৩০%, মো. মোস্তাফিজার রহমানের ১০.১৯% এবং জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের ১৯৬.৭০%।
- এ টি এম গোলাম মোস্তফার নিট সম্পদ ২০১২ সালের তুলনায় ৩৩.৩৩% হ্রাস পেয়েছে।
- মো. কাওছার জামানের আর্থিক মূল্যমানে উল্লেখ করা নিট সম্পদের পরিমাণ ২০১২ সালে ৩,৯২,৮৬,৬৬৭ টাকা ঘাটতি ছিল। ২০১৭ সালে ঘাটতির পরিমাণ ৮,৯৪,০০,৭৩৬ টাকা। ২০১২ সালের তুলনা ২০১৭ সালে তার আর্থিক ঘাটতির হারই বেড়েছে ১২৭.৫৬%। অর্থাৎ তার সম্পদের তুলনায় দায়-দেনা বা ঋণ বেশি।
- তবে এও সত্য যে, আর্থিক মূল্যমান উল্লেখ না করা সম্পদকে বিবেচনায় নিলে প্রত্যেক প্রার্থীরই সম্পদের হিসাব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে।

সারণি-১৩: আয়কর সংক্রান্ত তথ্য											
ক্রম	প্রার্থীর নাম	আয়কর						বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয়			
		নির্বাচন-২০১২		নির্বাচন-২০১৭		পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার	নির্বাচন-২০১২	নির্বাচন-২০১৭	পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
		করযোগ্য আয়	প্রদত্ত কর	করযোগ্য আয়	প্রদত্ত কর						
১	মো. আব্দুল কুদ্দুছ	০	০	-	০	০	০	-	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	-
২	এ টি এম গোলাম মোস্তফা	০	০	-	০	০	০	-	৮০,০০০	৮০,০০০	-
৩	মো. কাওছার জামান	৬,১৩,৩৩৩	৫০,০০০	-১,০১,০১,০০০	৫,০০০	-৪৫,০০০	-৯০%	৫,৮৯,২৭৯	৭,৮৯,৭৯৮	২,০০,৫১৯	৩৪.০২%
৪	মো. মোস্তাফিজার রহমান	৩৪,১৫১৪৫	১,৩৬,৬০৬	২,৯২,২৭২	২৫,২৯৫	-১,১১,৩১১	-৮১.৪৮%	২,৬৬,৬০৬	২,২৫,৩৯৫	৪১,২১১	-৭৫.২১%
৫	সরফুদ্দীন আহম্মেদ	২,৩০,০০০	৩,০০০	১১,৭৯,০০০	১,২৭,৮৪৬	১,২৪,৮৪৬	৪,১৬১.৫৩%	১০,০০০	৪,০০,০০০	৩,৯৯,০০০	৩৯৯০%

- তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদের আয়কর প্রদানের হার ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ৪১৬১.৫৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালে তিনি কর প্রদান মাত্র ৩,০০০.০০ টাকা আয়কর প্রদান করলেও সর্বশেষ অর্থবছরে দিয়েছেন ১,২৭,৮৪৬ টাকা।
- অপরদিকে ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে জনাব কাওছার জামানের আয়কর প্রদানের হার ৯০% ও জনাব মোস্তাফিজার রহমানের ৮১.৪৮% হ্রাস পেয়েছে।
- জনাব আব্দুল কুদ্দুছ ও এ টি এম গোলাম মোস্তফার ২০১২ সালে আয়করের আওতায় ছিলেন না এবং বর্তমানেও নেই।
- আয়কর বিবরণীতে মেয়র প্রার্থীগণ বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয়ের যে বিবরণ দেখিয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যে পরিমাণ অর্থ তারা সারা বছরে ব্যয় হিসেবে দেখিয়েছেন, তা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থী

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭ তে মেয়র পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য একজন নারী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও যাচাই-বাছাইয়ের সময় তার মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৬৫ জন প্রার্থী ছাড়াও সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ৩ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নারী প্রার্থীরা হলেন– ৫নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মোছা. শেফালী বেগম, ১৭নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মনোয়ারা বেগম এবং ২৯নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রেবেকা বেগম। নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে তৃতীয় লিঙ্গের একজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিনি হচ্ছেন ৬নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী নাদিরা খানম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনে সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ৩ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কেউই নির্বাচিত হতে পারেননি। প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে তৃতীয় লিঙ্গের একজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এছাড়া সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তৃতীয় লিঙ্গের নাদিরা খানমও নির্বাচিত হতে পারেননি।

মেয়র পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার

আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সাধারণত প্রায় সব সিটি করপোরেশন নির্বাচনের পূর্বেই মেয়র প্রার্থীরা নগরকে ঘিরে তাদের প্রত্যাশা এবং উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরার জন্য নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন। কিন্তু রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীরা (মো. মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা ছাড়া) পূর্ণাঙ্গ ইশতেহার ঘোষণা না করেই অন্য প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। তারা গণসংযোগকালে আধুনিক ও পরিকল্পিত নগরী গড়ার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেন। নিম্নে মেয়র প্রার্থীদের ইশতেহার প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

সরফুদ্দীন আহম্মেদ:

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত সরফুদ্দীন আহম্মেদ পরিচ্ছন্ন কোনো নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেননি, তিনি শুধু একটি লিফলেট প্রকাশ করেছেন। লিফলেট-এ তিনি মেয়র থাকাকালীন যেসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন তা সংক্ষেপে তুলে ধরার পাশাপাশি আগামীতেও মেয়র হিসেবে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার আহ্বান জানান। তবে তাঁর লিফলেটে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে তা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। লিফলেট-এর এক জায়গায় লিখা হয়েছে, 'আমরা রংপুরের সহজসরল মানুষগুলো অনেকবারই ভুল করেছি। জাতীয় পার্টির প্রার্থীকে ভোট দিয়ে মূল্যবান ভোট নষ্ট করেছি। তাতে, সারাদেশের মানুষ রংপুরবাসীকে বোকা ভেবেছে। ভেবেছে 'মফিজ'। আমরা একই ভুল আর করবো না।'

ইশতেহার ঘোষণা না করেই নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে সরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণায় অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'বিগত নির্বাচনে তিনি ইশতেহার ঘোষণা করেননি। এ নির্বাচনেও

ইশতেহার ঘোষণা করবেন না। কারণ ইশতেহার দিয়ে তা পূরণ করতে না পারলে এটা খারাপ দেখায়' (*মানবজমিন*, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭)।

মো. মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা:

জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী মো. মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা 'রংপুর সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কর্মসূচি' শিরোনামে একটি নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেন। তিনি নির্বাচনী ইশতেহারে ২০টি উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। তিনি ইশতোরে বলেন, 'আমি... মেয়র নির্বাচিত হলে রংপুর সিটি করপোরেশনকে ... একটি আধুনিক, পরিকল্পিত ও গণতান্ত্রিক নগরী হিসাবে গড়ে তুলতে চাই।'

আব্দুল কুদ্দুস

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) মনোনীত প্রার্থী আব্দুল কুদ্দুছ একটি ছোট আকারের লিফলেটের মাধ্যমে তাঁর নির্বাচনী ইশতেহার এবং সিটি নির্বাচনকে ঘিরে তাঁর প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। তিনি আটটি উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে বলেন, 'এসব অধিকার বাস্তবায়নে আমরা সাধারণ নগরবাসী, বিশেষজ্ঞ, নগরপরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে নগর কাউন্সিল গড়ে তুলতে চাই। যারা পরামর্শ দেবে, পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে নগরবাসী তার নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা পায়।'

এছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী কাওসার জামান বাবলা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী এ.টি. এম. গোলাম মোস্তফা, স্বতন্ত্র প্রার্থী হোসেন মকবুল শাহরিয়ার এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মনোনীত প্রার্থী মো. সেলিম আখতার কোনো পূর্ণাঙ্গ নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেননি।

সারণি-১৪: একনজরে রংপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৭

নির্বাচনের তারিখ	২১ ডিসেম্বর ২০১৭
মোট প্রার্থীর সংখ্যা	২৮৪ জন
মেয়র পদে প্রার্থীর সংখ্যা	০৭ জন
কাউন্সিলর পদে প্রার্থীর সংখ্যা	২১২ জন
সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	৬৫ জন
ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা	১৯৩টি
ভোটার সংখ্যা	পুরুষ: ১,৯৬,২৫৬ নারী: ১,৯৭,৬৩৮ মোট: ৩,৯৩,৯৯৪
ভোটকক্ষ	১,১৭৮টি
ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা	৩,৫৫৯ জন
মোট প্রদত্ত ভোট	২,৯২,৭২৩টি
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	৭৪.৩০
বিজয়ী প্রার্থীর নাম	মো. মোস্তাফিজার রহমান (জাতীয় পার্টি)

নির্বাচনকালীন চিত্র ও তথ্য

নির্বাচনের একটি সাধারণ চিত্র (গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অবলম্বনে)

প্রথম আলো:

'রংপুরে ভোট পড়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ' শিরোনামে প্রথম আলোর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কোনো সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নির্বাচনে প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছে।'

'রংপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট' শিরোনামে প্রথম আলোর আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে। ভোটগ্রহণের নির্ধারিত সময় আটটার আগেই অনেক ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ সারি দেখা গেছে। ... বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা জানা গেছে, সকাল আটটা থেকে ১০টার মধ্যে ২৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। পুরুষের চেয়ে নারী ভোটারের সংখ্যা বেশি।'

সমকাল:

'শেষ হাসি মোস্তফার: রংপুরে ভোট উৎসব' শিরোনামে সমকালের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়, 'সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রসিক নির্বাচনের ভোট গ্রহণ করা হয়। ... ভোটের শুরুতেই শীত ও কুয়াশা ঠেলে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভোটাররা বিভিন্ন কেন্দ্রে জড়ো হতে থাকেন। ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশের। বিশেষ করে নারী ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ...ভোট শেষ হওয়ার পরে শহরের স্টেশন রোড-সংলগ্ন আজিজ নগর কেন্দ্রের বাইরে কিছুটা উত্তেজনা দেখা দেয়। সেখানে পুলিশের লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন আহত হন। ভোট চলার সময় আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হলেও বিএনপি প্রার্থীর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে ধানের শীষ প্রতীকের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে।'

কালেরকণ্ঠ:

'রংপুরের নতুন মেয়র হলেন মোস্তফা' শিরোনামে কালেরকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিয়েছিল সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন। হলোও তাই। ...প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে হওয়া নির্বাচনে ভোট প্রদানের হারও ছিল উল্লেখযোগ্য। ৭৪.৩০ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে।'

ইত্তেফাক

'বিপুল ভোটে বিজয়ী জাপার মোস্তফা' শিরোনামে ইত্তেফাকের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়, 'রংপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জাতীয় পার্টি-জাপা মনোনীত প্রার্থী মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা। গতবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সরফুদ্দীন আহমেদ ঝন্টুর কাছে হারলেও এবার ৯৮ হাজার ৮৯ ভোটে তাকে পরাজিত করেছেন মোস্তফা... নির্বাচন নিয়ে উচ্ছ্বসিত নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কেএম নূরুল হুদা বলেছেন, সুষ্ঠুভাবে ভোটাররা ভোট দিতে পেরেছে, এটা দেখে আমরা অভিভূত। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, এই নির্বাচনে পরাজয় হলেও রাজনৈতিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন তারা। বিএনপি বলছে, সুষ্ঠু ভোট করতে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন।'

The Daily Star

In a report titled 'JP wins big in bastion' The Daily Star pointed out, 'More than 5,500 security personnel were deployed during voting that ended without any incidents of violence. There were no reports of irregularities ... Visiting the polling centres at Tajhat High School, Senpara High School and Lions School and College, The Daily Star correspondents saw an overwhelming turnout of female voters, many gathering in front of polling stations before voting opened. Supporters of mayor and councillor candidates thronged polling stations in a festive mood.'

নির্বাচন পরবর্তী চিত্র ও তথ্য

নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্য

নির্বাচনী বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭, এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে 'সুজন' রংপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র (একজন), সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর (৩৩ জন) ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে (১১ জন) যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরে। এছাড়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সাথে বিজয়ী প্রার্থীদের তথ্যের তুলনার সুবিধার্থে তিনটি পদের প্রার্থীদের তথ্যও উপস্থাপন করা হয়। নিম্নে নির্বাচিত প্রার্থীগণের তথ্য এবং প্রার্থী ও বিজয়ী প্রার্থীর মধ্যকার তুলনা তুলে ধরা হলো:

সারণি-১৫: শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদ	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৩ ৩৯.৩৯%	৭ ২১.২১%	৫ ১৫.১৫%	৭ ২১.২১%	১ ৩.০৩%	০ ০%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	৮১ ৩৮.২০%	৪৪ ২০.৭৫%	৪১ ১৯.৩৩%	৩২ ১৫.০৯%	১০ ৪.৭১%	৪ ১.৮৮%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৬ ৫৪.৫৪%	২ ১৮.১৮%	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	০ ০%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২৫ ৩৮.৪৬%	১৭ ২৬.১৫%	৮ ১২.৩০%	৮ ১২.৩০%	৬ ৯.২৩%	১ ১.৫৩%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	১৯ ৪২.২২%	৯ ২০%	৬ ১৩.৩৩%	৯ ২০%	২ ৪.৪৪%	০ ০%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**১০৬** **৩৭.৩২%**	**৬১** **২১.৪৭%**	**৫১** **১৭.৯৫%**	**৪৩** **১৫.১৪%**	**১৮** **৬.৩৩%**	**৫** **১.৭৬%**	**২৮৪** **১০০%**	

- রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নব-নির্বাচিত মেয়র মো. মোস্তাফিজার রহমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক।
- নব-নির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৩ জনের (৩৯.৩৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ৭ জনের (২১.২১%) এসএসসি এবং ৫ জনের (১৫.১৫%) জনের এইচএসসি, ৭ জনের (২১.২১%) স্নাতক এবং ১ জনের (৩.০৩%) স্নাতকোত্তর। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী নব-নির্বাচিত কাউন্সিলর হলেন ২ নং ওয়ার্ডের মো. আবুল কালাম আজাদ।
- নব-নির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৬ জনের (৫৪.৫৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নিচে, ২ জনের (১৮.১৮%) এসএসসি এবং ১ জনের (৯.০৯%) জনের এইচএসসি, ১ জনের (৯.০৯%) স্নাতকোত্তর। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী নব-নির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর হলেন ১ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোসা. নাছিমা আক্তার।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৮ জনেরই (৬২.২২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তার নিচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ১১ জন (২৪.৪৪%)। ৪৫ জন নব-নির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৯ জন (৪২.২২%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ২১.৪৭% (২৮৪ জনের মধ্যে ২১ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন

২৪.৪৪% (৪৫ জনের মধ্যে ১১ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৩৭.৩২% (২৮৪ জনের মধ্যে ১০৬ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪২.২২% (৪৫ জনের মধ্যে ১৯ জন)। এসএসসি ও এইচএসসি পাস ৩৯.৪৩% (২৮৪ জনের মধ্যে ১১১ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৩.৩৩% (৪৫ জনের মধ্যে ১৫জন)। বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চশিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নর্বাচিত হওয়ার হারও বেশি। অর্থাৎ মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্নদের (এসএসসি ও এইচএসসি) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার কম। তবে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে শুধুমাত্র স্নাতকোত্তরকে বিবেচনায় নিলে, সেক্ষেত্রে ৬.৩৩% (২৮৪ জনের মধ্যে ১৮ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৪.৪৪% (৪৫ জনের মধ্যে ২জন)।

সারণি-১৬: পেশা সংক্রান্ত তথ্য

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	৫ ৭১.৪২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	৪ ১২.১২%	২৪ ৭২.৭২%	২ ৬.০৬%	০ ০%	০ ০%	২ ৬.০৬%	১ ৩.০৩%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	২০ ৯.৪৩%	১৫০ ৭০.৭৫%	১৬ ৭.৫৪%	১ ০.৪৭%	২ ০.৯৪%	৬ ২.৮৩%	১৭ ৮.০১%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	০ ০%	৮ ৭২.৭২%	০ ০%	১ ৯.০৯%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	১৪ ২১.৫৩%	৩ ৪.৬১%	০ ০%	৪০ ৬১.৫৩%	১ ১.৫৩%	৭ ১০.৭৬%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৪ ৮.৮৮%	২৬ ৫৭.৭৭%	৩ ৬.৬৬%	০ ০%	৮ ১৭.১৭%	২ ৪.৪৪%	২ ৪.৪৪%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**২০ ৭.০৪%**	**১৬৯ ৫৯.৫০%**	**১৯ ৬.৬৯%**	**১ ০.৩৫%**	**৪২ ১৪.৭৮%**	**৮ ২.৮১%**	**২৫ ৮.৮০%**	**২৮৪ ১০০%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মো. মোস্তাফিজার রহমানের পেশা ব্যবসা।
- নব-নির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৪ জনই (৭২.৭২%) ব্যবসায়ী।
- নব-নির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনই (৭২.৭২%) গৃহিণী। বাকি ৩ জনের মধ্যে ১ জন (৯.০৯%) ব্যবসায়ী (২নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছা. বিলকিস বেগম) এবং ১ জন (৯.০৯%) শিক্ষিকা (৯নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মোছা. মনোয়ারা সুলতানা মলি)। একজন কাউন্সিলর প্রার্থী পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৬ জনই (৫৭.৭৭%) ব্যবসায়ী। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭.১৭% হলেন গৃহিণী (৮ জন)।
- সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৭০.৭৫% (২১২ জনের মধ্যে ১৫০ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭২.৭২% (৩৩ জনের মধ্যে ২৪ জন)। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৯.৫০% (১৬৯ জন) ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৭.৭৭% (২৬ জন)। দেখা যাচ্ছে যে, ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় সামান্য বেশি হলেও সকল প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় সামান্য কম। পাশাপাশি আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে যেমন গৃহিণীর সংখ্যা বেশি (৭২.৭২%), তেমনি সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরদের বাদ দিয়ে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে, মোট ৩৪ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৩.৫২% (২৫ জন) ব্যবসায়ী।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

সারণি-১৭: মামলা সংক্রান্ত তথ্য								
পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	২ ২৮.৫৭%	৪ ৫৭.১৪%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৪ ৪২.৪২%	৫ ১৫.১৫%	১ ৩.০৩%	০ ০%	৪ ১২.১২%	০ ০%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫২ ২৪.৫২%	৩৩ ১৫.৫৬%	৫ ২.৩৫%	৪ ১.৮৮%	১৭ ৮.০১%	০ ০%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ৬.১৫%	৩ ৪.৬১%	০ %	০ %	০ %	০ ০%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	১৫ ৩৩.৩৩%	৭ ১৫.৫৫%	১ ২.২২%	০ ০%	৪ ৮.৮৮%	০ ০%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**৫৮** **২০.৪২%**	**৪০** **১৪.০৮%**	**৫** **১.৭৬%**	**৪** **১.৪০%**	**১৮** **৬.৩৩%**	**০** **০%**	**২৮৪** **১০০%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মো. মোস্তাফিজার রহমানের বিরুদ্ধে অতীতে ১টি ফৌজদারি মামলা ছিল, যা থেকে তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

- নব-নির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জনের (৪২.৪২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ৫ জনের (১৫.১৫%) বিরুদ্ধে। ৪ জনের (১২.১২%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে ১ জনের (৩.০৩%) বিরুদ্ধে। তিনি হচ্ছেন ১নং ওয়ার্ডের নব-নির্বাচিত কাউন্সিলর মো. রফিকুল ইসলাম।

- নব-নির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (৯.০৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং অতীতে ছিল ১ জনের (৯.০৯%) বিরুদ্ধে। বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে ৮নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোছা. হাসনা বানুর বিরুদ্ধে। অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল ৬নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডেও কাউন্সিলর মোছা. জাহেদা আনোয়ারীর বিরুদ্ধে।

- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৫ জনের (৩৩.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৭ জনের (১৫.৫৫%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৪ জনের (১৩.৫১%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা রয়েছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ১ জনের (২.২২%) বিরুদ্ধে, যার নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

- সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২০.৪২% (২৮৪ জনের মধ্যে ৫৮ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩৩.৩৩% (৪৫ জনের মধ্যে ১৫ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ১৪.০৮% (২৮৪ জনের মধ্যে ৪০ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১৫.৫৫% (৪৫ জনের মধ্যে ৭ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৬.৩৩% (২৮৪ জনের মধ্যে ১৮ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১৮.৮৮% (৪৫ জনের মধ্যে ৪ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ১.৭৬% (২৮৪ জনের মধ্যে ৫ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২.২২% (৪৫ জনের মধ্যে ১ জন)।

- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি। অর্থাৎ মামলা সংশ্লিষ্টদেরই ভোটাররা অধিক হারে বেছে নিয়েছেন।

সারণি-১৮: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য									
পদ	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	০ %	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	০ %	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	৬ ১৮.১৮%	২১ ৬৩.৬৩%	৬ ১৮.১৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫৪ ২৫.৪৭%	১৩২ ৬২.২৬%	২১ ৯.৯০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ২.৩৫%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	২ ১৮.১৮%	৩ ২৭.২৭%	৩ ২৭.২৭%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ২৭.২৭%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১৪ ২১.৫৩%	২৬ ৪০%	৪ ৬.১৫%	০ %	০ %	০ ০%	২১ ৩২.৩০%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৮ ১৭.৭৭%	২৪ ৫৩.৩৩%	১০ ২২.২২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬.৬৬%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**৬৮** **২৩.৯৪%**	**১৬০** **৫৬.৩৩%**	**২৮** **৯.৮৫%**	**১** **০.৩৫%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**২৭** **৯.৫০%**	**২৮৪** **১০০%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মো. মোস্তাফিজার রহমানের বার্ষিক আয় ১০,১২,২৭২.০০ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৭ জন (৮১.৮১%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন অবশিষ্ট ৬ জন (১৮.১৮%)।
- নব-নির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জন (৪৫.৪৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করেন অবশিষ্ট ৩ জন (২৭.২৭%)। ৩ জন (২৭.২৭%) সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর আয়ের কোনো তথ্য দেননি। এই ৩ জনসহ বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরের সংখ্যা দাড়ায় ৮ জনে (৭২.৭২%)।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩২ জনের (৭১.১১%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৩ জন-সহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ জনে (৭৭.৭৭%)। জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১০ জনের (২২.২২%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৮০.২৮% (২৮৪ জনের মধ্যে ২২৮ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আয় উল্লেখ না করা ২৭ জন-সহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই সংখ্যা ছিল ২৫৫ জন (৮৯.৭৮%)। একই পরিমাণ আয়কারী নির্বাচিত হয়েছেন ৭১.১১% (৩২ জন)। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনসহ এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ জন (৭৭.৭৭%)। অপরদিকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ১০.২১% (২৮৪ জনের মধ্যে ২৯ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২২.২২% (৪৫ জনের মধ্যে ১০ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী (৫ লক্ষ টাকার কম) প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় কম (৮৯.৭৮% এর স্থলে ৭৭.৭৭%)। তবে অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বেশি (১০.২১ এর স্থলে ২২.২২%)।

সারণি-১৯: প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য									
পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	
মেয়র প্রার্থী	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ %	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ %	৭ ১০০%	
বিজয়ী কাউন্সিলর	২৭ ৮১.৮১%	৫ ১৫.১৫%	০ ০%	০ ০%	১ ৩.০৩%	০ ০%	০ ০%	৩৩ ১০০%	
কাউন্সিলর প্রার্থী	১৭৫ ৮২.৫৪%	২৩ ১০.৮৪%	০ ০%	২ ০.৯৪%	২ ০.৯৪%	০ ০%	১০ ৪.৭১%	২১২ ১০০%	
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	১০ ৯০.৯০%	১ ৯.০৯%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১১ ১০০%	
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৫২ ৮০%	১০ ১৫.৩৮%	০ %	০ %	০ %	০ ০%	৩ ৪.৬১%	৬৫ ১০০%	
মোট বিজয়ী	৩৭ ৮২.২২%	৭ ১৫.৫৫%	০ ০%	০ ০%	১ ২.২২%	০ ০%	০ ০%	৪৫ ১০০%	
মোট প্রার্থী	**২৩০** **৮০.৯৮%**	**৩৪** **১১.৯৭%**	**১** **০.৩৫%**	**২** **০.৭০%**	**৪** **১.৪০%**	**০** **০%**	**১৩** **৪.৫৭%**	**২৮৪** **১০০%**	

- নব-নির্বাচিত মেয়র মো. মোস্তাফিজার রহমানের সম্পদের পরিমাণ ১৭,১৫,০০০ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ৪৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৮১.৮১% ভাগের (২৭ জন) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৫ জন কাউন্সিলরের (১৫.১৫%) ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে। ১ জন (৪%) কাউন্সিলরের কোটির টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে। তিনি হচ্ছেন ১২ নং ওয়ার্ডের রবিউল আবেদীন রতন। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১,২২,২৫,৮২৯ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১০ জনের (৯০.০৯%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩৭ জনের (৮২.২২%) সম্পদের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকার কম। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১ জন (২.২২%)।
- ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ২৩০ জনই (৮০.৯৮%) ছিলেন ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। সম্পদের কথা উল্লেখ না করা ১৩ জন প্রার্থীকে ধরলে এই সংখ্যা ছিল ২৪৩ জন (৮৫.৫৬%)। এদিকে নব-নির্বাচিত ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই হার হলো ৮২.২২% (৩৭ জন)। অপর দিকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৪১ জন (১৪.৪৩%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৮ জন (১৭.৭৭%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও, অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই সব সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য।

সারণি-২০: দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য								
পদ	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণগ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ %	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১ ৩.০৩%	৪ ১২.১২%	১ ৩.০৩%	০ ০%	১ ৩.০৩%	০ ০%	৩৩ ১০০%	৭ ২১.২১%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১৩ ৬.১৩%	৯ ৪.২৪%	২ ০.৯৪%	০ ০%	২ ০.৯৪%	০ ০%	২১২ ১০০%	২৬ ১২.২৬%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১১ ১০০%	০ ০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১ ১.৫৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৫ ১০০%	১ ১.৫৩%
মোট বিজয়ী	১ ২.২২%	৫ ১১.১১%	১ ২.২২%	০ ০%	১ ২.২২%	০ ০%	৪৫ ১০০%	৮ ১৭.৭৭%
মোট প্রার্থী	**১৪** **৪.৯২%**	**১২** **৪.২২%**	**২** **০.৭০%**	**০** **০%**	**২** **০.৭০%**	**১** **০.৩৫%**	**২৮৪** **১০০%**	**৩১** **১০.৯১%**

- নব-নির্বাচিত মেয়র মো. মোস্তাফিজার রহমানের জনতা ব্যাংকে ঋণ রয়েছে ১৫,০০,০০০ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ৭ জন (২১.২১%)। ঋণগ্রহীতা এই ৭ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ রয়েছে মাত্র ১ জনের (১৪.২৮%)। তিনি হচ্ছেন ৩ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর ঋণের পরিমাণ ২,২০,০০,০০০ টাকা।
- নব-নির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কোনো ঋণগ্রহীতা নেই।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণগ্রহীতা মাত্র ৮ জন (১৭.৭৭%)।
- নির্বাচনে মোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩১ জন (১০.৯১%) ঋণগ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। নব-নির্বাচিত ৪৫ জনের মধ্যে এই সংখ্যা ৮ জন (১৭.৭৭%)। বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, ঋণগ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

সারণি-২১: কর সংক্রান্ত তথ্য									
পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	৪ ৫৭.১৪%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১৭ ৫১.৫১%	১ ৩.০৩%	৪ ১২.১২%	০ ০%	১ ৩.০৩%	১ ৩.০৩%	০ ০%	৩৩ ১০০%	২৪ ৭২.৭২%
কাউন্সিলর প্রার্থী	১০৬ ৫০%	২ ০.৯৪%	১১ ৫.১৮%	১ ০.৪৭%	৪ ১.৮৮%	১ ০.৪৭%	০ ০%	২১২ ১০০%	১২৫ ৫৮.৯৬%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৫ ৪৫.৪৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১১ ১০০%	৫ ৪৫.৪৫%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৬ ৫৫.৩৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬৫ ১০০%	৩৬ ৫৫.৩৮%
মোট বিজয়ী	২২ ৪৮.৮৮%	১ ২.২২%	৫ ১১.১১%	০ ০%	১ ২.২২%	১ ২.২২%	০ ০%	৪৫ ১০০%	৩০ ৬৬.৬৬%
মোট প্রার্থী	**১৪৪** **৫০.৭০%**	**২** **০.৭০%**	**১১** **৩.৮৭%**	**২** **০.৭০%**	**৫** **১.৭৬%**	**১** **০.৩৫%**	**০** **০%**	**২৮৪** **১০০%**	**১৬৫** **৫৮.০৯%**

- নব-নির্বাচিত মেয়র মো. মোস্তাফিজার রহমান একজন করদাতা। তিনি সর্বশেষ অর্থবছরে ২৫,২৯৫ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নব-নির্বাচিত ৩৩ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৪ জন (৭২.৭২%) করদাতা। করদাতা ২৪ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (৮.৩৩%) সর্বশেষ অর্থবছরে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ১নং ওয়ার্ডের রবিউল আবেদীন রতন ও ১৭নং ওয়ার্ডের মো. আব্দুল গাফফার। তাঁরা যথাক্রমে ৭,০৫,২৮৬ টাকা এবং ১,০৮,২৩৫ টাকা আয়কর প্রদান করেছেন।
- নব-নির্বাচিত ১১ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ৫ জন (৪৫.৪৫%) করদাতা।
- নব-নির্বাচিত সর্বমোট ৪৫ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৩০ জন (৬৬.৬৬%) করদাতা। এই ৩০ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ২২ জন (৭৩.৩৩%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ২ জন (৬.৬৬%)।
- নির্বাচনে সর্বমোট ২৮৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬৫ জন (৫৮.০৯%) ছিলেন কর প্রদানকারী। নব-নির্বাচিত ৪৫ জনের মধ্যে কর প্রদানকারী ৩০ জন (৬৬.৬৬%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।
- কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র আয়কর প্রত্যয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আয়কর বিবরণী বা কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম।

মেয়র পদে বিজয়ী প্রার্থীর তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (২০১২ ও ২০১৭)

রংপুর সিটি করপোরেশন-২০১৭ তে মেয়র পদে বিজয়ী প্রার্থী মো. মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে নব-নির্বাচিত মেয়র কর্তৃক রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম (২০১২) ও দ্বিতীয় নির্বাচনকালে (২০১৭) মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিলকৃত হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

সারণি-২২: বার্ষিক আয়, সম্পদ, দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

বিষয়	২০১২ সাল			২০১৭ সাল			পার্থক্য	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
	নিজের	নির্ভরশীলদের	মোট	নিজের	নির্ভরশীলদের	মোট		
বার্ষিক আয়	৩৪,১৫,১৪৫	০	৩৪,১৫,১৪৫	১০,১২,২৭২	০	১০,১২,২৭২	-২৪,০২,৮৭৩	-৭০.৩৫%
সম্পদ	১৩,৮৪,০০০	১,৭০,০০০	১৫,৫৪,০০০	১৫,২৫,০০০	১,৯০,০০০	১৭,১৫,০০০	১,৬১,০০০	১০.৩৬%
দায়-দেনা ও ঋণ	৪,০০,০০০	০	৪,০০,০০০	১৫,০০,০০০	০	১৫,০০,০০০	১১,০০,০০০	২৭৫%

- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় মো. মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা-এর বার্ষিক আয় ছিল ৩৪,১৫,১৪৫ টাকা। এবারে বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,১২,২৭২ টাকা। ২০১২ সালের তুলনায় বর্তমানে তাঁর আয় হ্রাস পেয়েছে ২৪,০২,৮৭৩ (-৭০.৩৫%)।
- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় তাঁর এবং নির্ভরশীলদের মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৫,৫৪,০০০ টাকা। এবারে বার্ষিক সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭,১৫,০০০ টাকা। প্রথম সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের তুলনায় এবারে তাঁর সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৬১,০০০ (১০.৩৬%)।
- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় তাঁর ঋণ ও দায়-দেনার পরিমাণ ছিল ৪,০০,০০০ টাকা। এবারে ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫,০০,০০০ টাকা। প্রথম নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনে তাঁর দায়-দেনার পরিমাণ ১১,০০,০০০ টাকা (২৭৫%) বেশি।

সারণি-২৩: প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ) সংক্রান্ত তথ্য								
বিষয়	২০১২ সাল			২০১৭ সাল			পার্থক্য	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
	ধন-সম্পদ	দায়-দেনা	প্রকৃত সম্পদ	ধনসম্পদ	দায়-দেনা	প্রকৃত সম্পদ		
প্রকৃত সম্পদ	১৩,৮৪,০০০	০	১৩,৮৪,০০০	১৫,২৫,০০০	০	১৫,২৫,০০০	১,৪১,০০০	১০.১৯%

- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের জনাব মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা-এর প্রকৃত সম্পদ (নিট সম্পদ) ছিল ১৩,৮৪,০০০ টাকা। এবারে তাঁর প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫,২৫,০০০ টাকা। ২০১২ সালের তুলনায় বর্তমানে তাঁর প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ১,৪১,০০০ টাকা (১০.১৯%)।

সারণি-২৪: আয়কর সংক্রান্ত তথ্য									
আয়কর						বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয়			
২০১২ সাল		২০১৭ সাল		পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার	২০১২ সাল	২০১৭ সাল	পরিবর্তন	হ্রাস-বৃদ্ধির শতকরা হার
করযোগ্য আয়	প্রদত্ত কর	করযোগ্য আয়	প্রদত্ত কর						
৩৪,১৫১৪৫	১,৩৬,৬০৬	২,৯২,২৭২	২৫,২৯৫	- ১,১১,৩১১	-৮১.৪৮%	২,৬৬,৬০৬	২,২৫,৩৯৫	-৪১,২১১	-৭৫.২১%

- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় (সর্বশেষ অর্থবছরে) জনাব মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা-এর ১,৩৬,৬০৬ টাকা কর প্রদান করেছিলেন। এবার (সর্বশেষ অর্থবছরে) তিনি কর প্রদান করেছেন ২৫,২৯৫ টাকা। ২০১২ সালের তুলনায় তিনি এবার ১,১১,৩১১ টাকা (-৮১.৪৮%) আয়কর কম দিয়েছেন।

- ২০১২ সালে বাৎসরিক পারিবারিক ব্যয় দেখিয়েছিলেন ২,৬৬,৬০৬ টাকা। এবারে দেখিয়েছেন ২,২৫,৩৯৫ টাকা। ২০১২ সালের তুলনায় তিনি এবারে তাঁর পারিবারিক ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ৪১,২১১ টাকা (-৭৫.২১%)।

উল্লেখ্য, মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা রংপুর মহানগরের একজন 'পিস অ্যাম্বাসেডর'। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ২০১৫ সাল থেকে 'নির্বাচনী সহিংসতার বিরুদ্ধে জনগণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিবিদ-সহ বিভিন্ন খাতের নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের উদ্যোগে নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সহিংসতা নিরসন করে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যে ২০ জনের সমন্বয়ে প্রতিটি এলাকায় 'পিস প্রেসার গ্রুপ' (পিপিজি) গঠন করা হয় এবং এই ২০ জনের মধ্য থেকে তিনজনকে 'পিস অ্যাম্বাসেডর' দায়িত্ব প্রদান করা হয়। রংপুর মহানগরের তিনজন 'পিস অ্যাম্বাসেডর'-এর মধ্যে নব-নির্বাচিত মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা অন্যতম।

নির্বাচনের ফলাফল ও ফলাফল বিশ্লেষণ

মেয়র পদে নির্বাচনের ফলাফল

রংপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন-২০১৭ তে মেয়র নির্বাচিত হন জাতীয় পার্টি (জাপা) মনোনীত প্রার্থী মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা। তিনি বিগত নির্বাচনে (২০১২) আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী সরফুদ্দীন আহমেদ ঝন্টুর কাছে হারলেও এবার ৯৮ হাজার ৮৯ ভোটে তাঁকে পরাজিত করেন মোস্তফা। সবগুলো কেন্দ্রের (১৯৩টি) প্রাপ্ত ফলাফলে লাঙ্গল প্রতীকে মোস্তফা পান ১ লাখ ৬০ হাজার ৪৮৯ ভোট। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী সরফুদ্দিন আহমেদ ঝন্টু নৌকা প্রতীকে পান ৬২ হাজার ৪০০ ভোট। ধানের শীষ প্রতীকে বিএনপির প্রার্থী কাওসার জামান বাবলা পান ৩৫ হাজার ১৩৬ ভোট। ঘোষিত ফলাফলে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়র প্রার্থী এটিএম গোলাম মোস্তফা বাবু (হাত পাখা) পান ২৪ হাজার ৬ ভোট।

নির্বাচনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৯৯৪ জনের মধ্যে ২ লাখ ৯৩ হাজার ৭২৩ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। মোট ভোট পড়ে ৭৪ দশমিক ৩০ শতাংশ।

সারণি-২৫: রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭ (মেয়র পদের ফলাফল)

ক্রম.	প্রার্থীর নাম		প্রাপ্ত ভোটের হিসাব	
	নাম	দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা
১.	সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টু	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬২,৪০০	২১.৩
২.	মো. মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা	জাতীয় পার্টি	১,৬০,৪৮৯	৫৫.০০
৩.	মো. কাওছার জামান বাবলা	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩৫,১৩৬	১১.৯
৪.	এ.টি. এম. গোলাম মোস্তফা	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২৪,০০৬	৮.৩
৫.	আব্দুল কুদ্দুস	সিপিবি-বাসদ	১, ২৬২	০.৩৫
৬.	মো. সেলিম আখতার	ন্যাশনাল পিপলস পার্টি	৮১১	০.২৮
৭.	হোসেন মকবুল শাহরিয়ার	স্বতন্ত্র	২,৩১৯	০.৭
মোট ভোটার		৩,৯৩,৯৯৪ জন		
মোট প্রদত্ত ভোট		২,৯২,৭২৩টি		
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার		৭৪.৩০		

মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক পর্যালোচনা

রংপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন ২০১২ সালের ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত নির্বাচনে ১২ জন প্রার্থী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত রংপুর সিটির দ্বিতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মাত্র ৭ জন। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে মো. আব্দুল কুদ্দুছ, এ টিএম গোলাম মোস্তফা, মো. কাওছার জামান বাবলা, মো. মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা ও জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টু বিগত নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই ৫ জন মেয়র প্রার্থীর বিগত নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি-২৬: মেয়র পদে ফলাফলের তুলনামূলক বিশেষণ (২০১২ ও ২০১৭)

ক্রম.	প্রার্থীর নাম (মেয়র পদে)	২০১২		২০১৭		প্রাপ্ত ভোটের হ্রাস-বৃদ্ধি (%)
		প্রাপ্ত ভোট (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট (টি)	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা	
১.	সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টু	১,০৬,২৫৫	৩৮.৮৩	৬২,৪০০	২১.৩	-৪১%
২.	এ. কে. এম আব্দুর রউফ মানিক	৩৭,২০৮	১৩.৫৯	২০১৭ সালে আব্দুর রউফ মানিক প্রার্থী ছিলেন না		
৩.	মো. মোস্তাফিজার রহমান	৭৭,৮০৫	২৮.৪৩	১,৬০,৪৮৯	৫৫.০০	+১০৬%
৪.	মো. কাওছার জামান বাবলা	২১,২৩৫	৭.৭৬	৩৫,১৩৬	১১.৯	+৬৫%
৫.	এ.টি. এম. গোলাম মোস্তফা	১৫,৬৮১	৫.৭৩	২৪,০০৬	৮.৩	+৫৩%
৬.	আব্দুল কুদ্দুস	৯৭৯	০.৩৫	১, ২৬২	০.৩৫	+২৮.৯০
৭.	মো. সেলিম আখতার	-		৮১১	০.২৮	
৮.	হোসেন মকবুল শাহরিয়ার	-		২,৩১৯	০.৭	
৯.	কাজী মাজিরুল ইসলাম লিটন	৩,৮৬৪	১.৪১			
১০.	ফিরোজ কবির চৌধুরী	১,৮৬৮	০.৬৮			
১১.	মো. আলী হায়দার সরকার	৫০৬	০.১৮			
১২.	মো. ফারুখ আজীজ	২,৩১৬	০.৮৪			
১৩.	মো. মেহেদী হাসান (বনি)	৯৫৯	০.০০০০৩৫			
১৪.	মো. সাফিউর রহমান	৪,৯৫৪	১.৮১			
মোট ভোটার		৩,৫৭,৭৪০ জন		৩,৯৩,৯৯৪ জন		
মোট প্রদত্ত ভোট		২,৭৩,৬৩০টি (বৈধ)		২,৯২,৭২৩টি		
মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার		৭৮.৮৭		৭৪.৩০		

সারণি-২৭: রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭ (সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল)						
ওয়ার্ড নং	মোট ভোটার	বিজয়ী প্রার্থী			নিকটতম প্রার্থী	
		নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
১.	১০,৫৬৪	মো. রফিকুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ	২,৩০৩	মো. কামরুজ্জামান শাহীন	১,৬৫৭
২.	১১,৮৬৯	মো. আবুল কালাম আজাদ	স্বতন্ত্র	৫,৫৬৯	মো. গোলাম সরওয়ার মির্জা	৩,৮১৪
৩.	৯,৪৮৫	মো. মোস্তাফিজার রহমান	আওয়ামী লীগ	১,৫২৮	মো. শাহাবুল আলম	১,২৯০
৪.	১৪,৪৪২	শ্রী হারাধন চন্দ্র রায়	আওয়ামী লীগ	২,৬২৯	মো. রফিকুল ইসলাম	২,৫৬৭
৫.	৭,১৪৭	মোখলেছুর রহমান তরু		২,২৯৮	মো. আতাউর রহমান	১,৩২৩
৬.	৯,৪৯৪	মো. মনোয়ারুল ইসলাম লেবু	আওয়ামী লীগ	২,৬৩৮	মো. শরিফুল ইসলাম	২,২৩১
৭.	১০,১২৪	মো. মাহাফুজার রহমান মাফু	আওয়ামী লীগ	৩,১৫৯	মো. আনোয়ারুল ইসলাম	২,১৭৭
৮.	১১,৭৭২	মামুনুর রশিদ মানিক	আওয়ামী লীগ	১,৮৯৪	মো. আবুল মঞ্জুম কুঠিয়াল	১,৮৯৩
৯.	১৪,৯৩৫	মো. নজরুল ইসলাম দেওয়ানী	বিএনপি	৭,৪২০	শাহ মো. নাজিম উদ্দিন	৪,১০২
১০.	৯,৪১৮	মো. লাইকুর রহমান নাজু	স্বতন্ত্র	২,৫৮৩	মো. আনোয়ারুল ইসলাম	২,২১৬
১১.	৮,৪৪৭	মো. জয়নুল আবেদীন	আওয়ামী লীগ	১,৯৬১	মো. আব্দুর রাজ্জাক	১,২৭৪
১২.	৮,৫৯১	মো. রবিউল ইসলাম রতন	স্বতন্ত্র	১,৬৫২	মো. মকবুল হোসেন	১,০৬৮
১৩.	৯,৯৫০	মো. ফজলে এলাহি	স্বতন্ত্র	২,১৪৭	মো. মনিরুজ্জামান মনির	১,৮৭৫
১৪.	১৩,৮২৪	মো. শফিকুল ইসলাম মিঠু	বিএনপি	৩,৫৮১	মমদেল হোসেন সরকার	২,১১৮
১৫.	১০,৭৯৪	মো. জাকারিয়া আলম	আওয়ামী লীগ	৩,৮৩৪	মো. শাফিউল আলম	৩,০৯২
১৬.	১০,৯৫১	মো. আমিনুর রহমান	আওয়ামী লীগ	২,২০২	মো. গোলাম কবীর কাজল	১,৯৪৩
১৭.	২০,৭৫৫	মো. আব্দুল গাফফার	স্বতন্ত্র	২,৪৭৭	মো. সাইফুল ইসলাম	১,৯৫৫
১৮.	১২,৩১৩	মো. মুনতাসীর শামীম	বিএনপি	২,১০৪	মো. মাসুদ রানা	১,৬৬২
১৯.	১৩,৩৩৮	মো. মাহামুদুর রহমান	স্বতন্ত্র	২,২৩১	মো. আজমল হোসেন	১,৬৯৪
২০.	১২,৮৪৪	মো. তৌহিদুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ	৪,২১৮	মো. বহলুল ইসলাম	৩,৭৯০
২১.	১০,৫৫২	মো. মাহাবুবার রহমান মঞ্জু	জাতীয় পার্টি	২,৩৯৮	মো. মাহমুদুর রহমান ভুট্টো	২,৩৭২
২২.	১৪,৮৬০	মো. মিজানুর রহমান মিজু	আওয়ামী লীগ	৩,৩৩৭	মো. আব্দুল ওহাব ঝুনু	৩,০৭৩
২৩.	১৩,৯১৬	মো. সেকেন্দার আলী	বিএনপি	৫,২২০	লিটন পারভেজ	৩,৫৭৬
২৪.	১০,০৮৭	মীর মো. জামাল উদ্দিন	বিএনপি	২,২১১	মো. রফিকুল ইসলাম	২,২০৭
২৫.	১৩,৩৮৬	মো. নুরুনব্বী ফুলু	স্বতন্ত্র	৪,৫৪০	এম এ রউফ সরকার	৩,৪০২
২৬.	১২,৯৩৮	মো. সাইফুল ইসলাম ফুলু	আওয়ামী লীগ	৩,৬৪০	এম এ মান্নান মন্ডল	২,০৮৭
২৭.	১২,৯৯৬	হারুন-অর-রশীদ	স্বতন্ত্র	১,৫৭১	মো. সাঈদ পারভেজ	১,৪২৬
২৮.	১৫,৫৫৭	মো. রহমতুলাহ বাবলা	আওয়ামী লীগ	৩,১০২	মো. শাহাদত হোসেন	৩,০৯৩
২৯.	১১,১৭৩	মো. মোক্তার হোসেন	বিএনপি	২,২১২	মোছা. রেবেকা বেগম	১,৬৪৬
৩০.	৯,৫৪০	মো. মালেক নিয়াজ আরজু	বিএনপি	৩,১৩৭	মো. জাহাঙ্গীর আলম তোতা	২,৭২৩
৩১.	৯,৬০৬	মো. সামছুল হক	জাতীয় পার্টি	২,৯৬৮	মো. আকতারুজ্জামান	২,৫২৯
৩২.	১২,৬১৭	মো. মাহবুব মোর্শেদ	আওয়ামী লীগ	৩,১৪০	মো. শাহাদৎ হোসেন	২,৫৯২
১.	১৫,৭০৯	মো. সিরাজুল ইসলাম	আওয়ামী লীগ	৫,৪৮২	সুলতান আহম্মেদ	৪,৮৪৫

সারণি-২৮: রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭ (সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিল পদে নির্বাচনের ফলাফল)						
ওয়ার্ড নং	মোট ভোটার	বিজয়ী প্রার্থী			নিকটতম প্রার্থী	
		নাম	দল	প্রাপ্ত ভোট	নাম	প্রাপ্ত ভোট
০১	৩১,৯১৮	মোসা. নাসিমা আক্তার	স্বতন্ত্র	৯,০৬৯	মোছা. দিলারা বেগম	৮,৫৪৪
০২	৩১,০৮৩	মোছা. বিলকিস বেগম	স্বতন্ত্র	৫,৭০৫	মোছা. সুলতানা পারভিন	৫,০৯৮
০৩	৩৬,৮৩১	মোছা. সুইটি বেগম	স্বতন্ত্র	৭,১১৮	মোছা. রাশিদা আক্তার লতা	৬,৮২৩
০৪	২৬,৪৫৬	মোছা. জামিলা বেগম	স্বতন্ত্র	৭,৬৬১	মোছা. শামীমা আক্তার	৬,৮০০
০৫	৩৪,৫৬৮	মোছা. শাহেদা বেগম	স্বতন্ত্র	১৩,৩৭৬	মোছা. মোসলেমা বেগম	৭,৮৪৭
০৬	৪৫,০৪৪	মোছা. জাহেদা আনোয়ারী	স্বতন্ত্র	৮,২৫৩	মোছা. রাজুফা খাতুন	৫,১৭৬
০৭	৪০,০১৭	মোছা. ফেরদৌসী বেগম	স্বতন্ত্র	১৩,৮৯৯	মোছা. শিরিন আক্তার বানু	২,৫১০
০৮	৩৭,৩৮৯	মোছা. হাসনা বানু	স্বতন্ত্র	৮,৪০৮	মোছা. আরজানা বেগম	৭,৭৬৬
০৯	৩৬,৪৮৬	মোছা. মনোয়ারা সুলতানা মলি	স্বতন্ত্র	১১,২৬৬	মোছা. মঞ্জুরী বেগম	৪,৫৩৪
১০	৩৬,২৭০	মোছা. ফরিদা কালাম	স্বতন্ত্র	১০,৬৬৮	মোছা. সাজমিন রহমান শিউলী	৯,৮০৬
১১	৩৭,৯৩২	মোছা. নাজমুন নাহার	স্বতন্ত্র	১০,৬৩২	ঝরনা খাতুন	৯,৮৫৯

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা।

কাউন্সিলর পদে দলীয় পরিচয়: মেয়র সাধারণ কাউন্সিলর পদে আওয়ামী লীগের সর্বাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বিএনপি। ১৪টি পদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী, ৭টিতে বিএনপি, ১০টিতে স্বতন্ত্র ও ২টিতে জাতীয় পার্টির প্রার্থী নির্বাচিত হন (*যুগান্তর*, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭)। উল্লেখ্য, মেয়র পদে দলভিত্তিক হলেও কাউন্সিলর পদে নির্বাচন হয় নির্দলীয়। তবে সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো নির্দিষ্ট কেউ একজনকে কাউন্সিলর পদে দলীয় প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে থাকে।

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ (মেয়র পদে)

২০১২ এবং ২০১৭ সালের উভয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ থেকেই দেখা যায় যে, রংপুরে জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টির ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে। ২০১২ সালে জাতীয় পার্টির দুই প্রার্থীর – মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা এবং আবদুর রউফ মানিকের – সম্মিলিত ভোট ছিল এক লাখ ১৫ হাজার ১৩ ভোট, যা ছিল তখনকার বিজয়ী মেয়র সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টুর পাওয়া ভোট থেকে আট হাজার ৭৫৮ ভোট বেশি। এবার জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা পেয়েছেন এক লাখ ৬০ হাজার ৪৮৯ ভোট, যা সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টু থেকে ৯৮ হাজার ৮৯ ভোট বেশি। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয় পার্টির জনসমর্থন সর্বাধিক।

নৌকা প্রতীকের প্রার্থী এবং বিদায়ী মেয়র সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টু ২০১২ সালে এক লাখ ছয় হাজার ২৫৫ ভোট পেলেও এবার (২০১৭) তা নেমে এসেছে ৬২ হাজার ৪০০-তে। অর্থাৎ নৌকা প্রতীকের ভোট কমেছে ৪১ শতাংশ, যদিও গত পাঁচ বছরে রংপুর সিটি করপোরেশনে ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে ১০.১৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী কাউসার জামান বাবলা ২০১২ সালের ২১ হাজার ২৩৫ ভোট পেলেও, এবার পেয়েছেন ৩৫ হাজার ১৩৬। অর্থাৎ ধানের শীষ প্রতীকের ভোট বেড়েছে ৬৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, নব-নির্বাচিত মেয়র মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা ২০১২ সালে পেয়েছিলেন ৭৭ হাজার ৮০৫ ভোট। এবার পেয়েছেন এক লাখ ৬০ হাজার ৪৮৯, যা গতবারের চেয়ে ১০৬ শতাংশ বেশি।

প্রসঙ্গত, রংপুরে বিএনপির অবস্থান বরাবরই ছিল দুর্বল। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর শহর নিয়ে গঠিত সদর রংপুর-৩ আসনে ধানের শীষের ভোট প্রাপ্তির হার ছিল মাত্র ৪.৮ শতাংশ। পরবর্তীতে ২০০৮ সলে তা এসে দাঁড়ায় ৭.২৪ শতাংশ।

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টুর পরাজয় এবং মোট ভোটার সংখ্যায় ১০.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও, নৌকা প্রতীকের ৪১ শতাংশ ভোট হ্রাস পাওয়া আওয়ামী লীগের জন্য একটি বড় বিপর্যয় বলে অনেকে মনে করেন। এই বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা, রংপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মন্ডলের দাবি অনুযায়ী, সরফুদ্দীন আহম্মেদ ঝন্টু যে ভোট পেয়েছেন, সেটা আওয়ামী লীগ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সাধারণ মানুষের ভোট তিনি পাননি (*প্রথম আলো*, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭)। সুতরাং, রংপুর সিটি নির্বাচনের ফলাফলকে যদি দলগুলোর জনপ্রিয়তার একটি মাপকাঠি ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

তবে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচনে ভোটাররা শুধুমাত্র দল বা প্রতীক বিবেচনায় নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন না, এর পাশাপাশি প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা-সংকটও বিবেচ্য বিষয় হিসেবে কাজ করে।

নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য/মূল্যায়ন/প্রতিক্রিয়া

পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর মূল্যায়ন

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ইডব্লিউজি)

রংপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল বলে জানায় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মোর্চা 'ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ' (ইডব্লিউজি)। সহিংসতা ও অনিয়ম ছাড়া ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার প্রশংসা করেছে সংস্থাটি।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৭, ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রংপুর সিটি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিষয়ে উপরোক্ত মতামত তুলে ধরে ইডব্লিউজি। সংস্থাটি জানায়, 'নির্বাচনী প্রশাসনকে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে যথাযথ দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে। ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ধারাবাহিকতা জাতীয় পর্যায়েও ধরে রাখতে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানায় ইডব্লিউজি।

রংপুরে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) প্রাক-যাচাই ব্যবহারে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে ইডব্লিউজি। তবে এই যন্ত্রের সঙ্গে ভোটারদের আরও পরিচিত করে তোলার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। সংস্থাটি জানায়, একটি মাত্র ভোটকেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করা হয়েছিল, স্বল্প সময়ের জন্য যন্ত্র 'হ্যাং' করা ছাড়া বড় কোনো বিচ্যুতি চোখে পড়েনি। তবে ভোটারদের কাছে ইভিএম এখনও আস্থার জায়গায় পৌঁছায়নি। তাই ভোটারদের সচেতন করে এই প্রক্রিয়ায় ভোটগ্রহণে আস্থা অর্জন করে নিতে হবে।

ফেমা

নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা 'ফেয়ার ইলেকশন এলায়েন্স'-এর (ফেমা) মতে, রংপুরের ভোট সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। ফেমার কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য প্রদীপ কুমার পাল গণমাধ্যমকে জানান, 'আমরা ১২টি ভোট কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করেছি। এসব কেন্দ্রের বুথে বুথে গেছি। নির্বাচন স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে বলেই আমরা দেখেছি (*বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম*, ২১ ডিসেম্বর ২০১৭)।'

জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ (জানিপপ)

রংপুরের নির্বাচনকে মডেল নির্বাচন আখ্যা দেন জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ-এর (জানিপপ) চেয়ারম্যান ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ। তিনি বলেন, 'এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক এমন নির্বাচনী সব সূচকে উতরে গেছে নির্বাচন কমিশন।' উল্লেখ্য, সংস্থাটি রংপুর সিটি নির্বাচন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মতামত প্রকাশ করেনি। উপরোক্ত মন্তব্য জানিপপ-এর চেয়ারম্যান ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ-এর ব্যক্তিগত মতামত।

রাজনৈতিক দলের মূল্যায়ন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ভোট গণনার মাঝপথেই দলীয় মেয়র প্রার্থীর পরাজয় মেনে নেয় আওয়ামী লীগ। ভোট গণনা চলাকালেই দলের ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংক্ষিপ্ত এক সংবাদ সংবাদ সম্মেলনে বিজয়ী দলকে আগাম অভিনন্দন জানিয়ে দলটির সাধারণ সম্পাদক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, 'এটি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পরাজয় হলেও রাজনীতির বিজয় হয়েছে, গণতন্ত্রের বিজয় হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে।' ওবায়দুল কাদের বলেন, 'নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শান্তিপূর্ণ একটা নির্বাচনের রেকর্ড রেখে যাচ্ছে। এটা হলো গণতন্ত্রের বিজয়। এই নির্বাচনের ফল জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপির জন্য একটি মেসেজ।'

এর আগে রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলাকালে আওয়ামী লীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতারা ধানমণ্ডি কার্যালয়ে অবস্থান নিয়ে নির্বাচনের পুরো পরিস্থিতি মনিটর ও পর্যবেক্ষণ করেন। ভোটগ্রহণ চলাকালে দুপুরে ধানমণ্ডি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, 'সকাল থেকে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রংপুর সিটিতে ভোট চলছে। এ পর্যন্ত কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।'

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতায় রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি বলে দাবি করা হয় বিএনপি-এর পক্ষ থেকে। ভয়ভীতি দেখানোয় ভোটাররা কেন্দ্রে যেতে পারেনি বলেও অভিযোগ দলটির। ভোটগ্রহণ শেষে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, 'সরকার নানাভাবে ভোটারদের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়িয়ে দেওয়ায় ভোটকেন্দ্রে তাদের উপস্থিতি ছিল নজিরবিহীনভাবে কম।'

তবে রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফল সবার গ্রহণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ২২ ডিসেম্বর ২০১৭, ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাড়িতে সংবাদকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, 'রংপুরের নির্বাচনের সময় কতগুলো ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বাধা দিয়েছে। আমাদের ঠিকমতো নির্বাচনী প্রচারণা করতে দেয়নি। অন্য দলগুলোকে বেশি প্রচারণা করতে দিয়েছে। তারপরও সব মিলিয়ে রংপুর সিটি করপোরেশনের নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে।'

জাতীয় পার্টি

নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেন, 'ভোট গ্রহণ সুষ্ঠু হচ্ছে। জাপা প্রার্থী লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবে।... ভোটারদের মধ্যে কোনো ভয় নেই, ভীতি নেই। ভোটাররা উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিচ্ছেন। কোথাও কোনো অনিয়ম হচ্ছে না। নির্বাচন সুষ্ঠু হবে, নিরপেক্ষ হবে, নিয়মতান্ত্রিক হবে। এটি হতেই হবে। কারণ এটি নির্বাচন কমিশনের জন্য পরীক্ষা। ইসিকে প্রমাণ করতে হবে, তারা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারে। তাদের এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।'

উল্লেখ্য, নির্বাচন সম্পর্কে গণমাধ্যমে অন্য রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তাই এখানে তাদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন তুলে ধরা গেল না।

‘সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক’–এর মূল্যায়ন

‘সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক’ মনে করে, অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭ একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

নির্বাচন কমিশন তথা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় প্রথম থেকেই একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সজাগ ও কঠোর ছিল। প্রার্থীদের পক্ষ থেকে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে অনুসরণের ব্যাপারে ব্যত্যয় ঘটানো হলে সাথে সাথেই তারা নোটিশ করেছেন এবং কখনও কখনও জরিমানাও করেছেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক প্রতিকার তথা নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রস্তুতি যথেষ্ট ভাল ছিল। কেননা পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মাঠে দেখা গেছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ১১টি এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে ৩৩টি টিম কর্মরত ছিল। নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিতদের বিরুদ্ধেও পক্ষপাতিত্বের কোনো অভিযোগ ওঠেনি। মোটকথা নির্বাচনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনদেরও কমিশন ভালোভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। অন্যান্য নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হতে দেখলেও, এই নির্বাচনে তা দেখা যায়নি। ‘সুজন’ তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়েও নির্বাচন কমিশনের সার্বিক সহযোগিতা পেয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করার কোনো প্রচেষ্টা ‘সুজন’ লক্ষ করেনি। রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে কোনো মূল্যে বিজয়ী হওয়ার মনোভাবও সুজন লক্ষ করেনি। সামান্য কিছু ব্যত্যয় লক্ষ করলেও প্রার্থী ও সমর্থকদের আচরণ ছিল সংযত। সরকারের শরীক দলভুক্ত মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদার কেউ কেউ নির্বাচনী এলাকায় অবস্থান করলেও তারা নির্বাচনী প্রচারণায় নামেননি।

এই নির্বাচনে গণমাধ্যম কর্মীরা অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। নির্বাচনের পূর্ব থেকেই গণমাধ্যমে একদিকে যেমন প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার খবর প্রকাশিত হয়েছে, অপরদিকে নির্বাচনের খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রার্থীদের নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে ব্যাপকভাবে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া নির্বাচন সংক্রান্ত ‘টক শো’র আয়োজন করে বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে। ‘সুজন’ মনে করে, গণমাধ্যমের কল্যাণেই এই নির্বাচন একটি উৎসবের আমেজ নিয়ে এসেছিল রংপুর মহানগরবাসীর কাছে।

নির্বাচনসংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের যথাযথভাবে কার্যক্রম পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য ছিল, ভোটাররা যেন ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে অবাধে ভোটে কেন্দ্রে গিয়ে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেন। রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সকলের এই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

অন্যান্য সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন ছিল একটি সফল নির্বাচন। তারপরেও এই নির্বাচনে কাজ করতে গিয়ে কিছু কিছু নেতিবাচক দিক বা সীমাবদ্ধতা সুজন-এর দৃষ্টিগোচর হয়। দিকগুলো হচ্ছে:

- নির্বাচনের পূর্বে তিনটি ওয়ার্ডে (৫, ১৪ ও ২০) ছোট-খাটো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ৮নং ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একজন কাউন্সিলরের নির্বাচনী কার্যালয়ে রাতের আঁধারে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে। নির্বাচনের পরও দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

- আচরণবিধি ভঙ্গের মধ্যে একটি ছিল বিভিন্ন প্রতীকের সপক্ষে পাড়ায় পাড়ায় মিছিল। নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিনে একজন মেয়র প্রার্থীর সপক্ষে ব্যাপকভাবে মিছিল করার মধ্যদিয়ে শোডাউন করা হয়।

- নির্বাচনের দিনে রংপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময় গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ উঠেছে। শুধু গণমাধ্যমের সাথেই না, পূর্বে রিটার্নিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা সত্ত্বেও অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘সুজন’ আয়োজিত একটি ওয়ার্ড পর্যায়ের জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার কর্তৃক মাঝপথে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে রির্টানিং অফিসারের নিকট থেকে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করে ‘সুজন’ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এই ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব স্থানীয় আয়োজকদের মধ্যে

পড়ে। 'সুজন' মনে করে, সুষ্ঠু নির্বাচনের সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে প্রশাসন কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি মোটেও কাঙ্ক্ষিত ছিল না।

- নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, ভোট প্রদানের গড় হার ছিল ৭৪ দশমিক ৩০ শতাংশ। নির্বাচনের দিন অন্যান্য যান-বাহনের মত রিক্সাও বন্ধ ছিল। অনেকের ধারণা, রিক্সা বন্ধ থাকায় কেন্দ্র থেকে যাদের বাড়ির দুরত্ব বেশি – বয়োবৃদ্ধ, নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী – তাদের অনেকেই ভোট দিতে যাননি। রিক্সা বন্ধ না থাকলে ভোটদানের হার আরও বেশি হতো বলে অনেকে মনে করেন।

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নেতিবাচক অনুষঙ্গগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখলেও 'সুজন' বিষয়গুলোর প্রতি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাতে কমিশন ভবিষ্যতে এধরনের বিষেয়ে সচেতন থাকতে পারে।

নির্বাচন উপলক্ষে 'সুজন' কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের বিবরণ

অন্যান্য নির্বাচনের মতোই অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে সুজন বেশকিছু কার্যক্রম পরিচালিত করে। 'সুজন'-এর এসব কার্যক্রমে স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট', পিস প্রেসার গ্রুপ ও পিস অ্যাম্বাসেডরগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। নিম্নে কর্মসূচিসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

- **নাগরিক সংলাপ:** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তফসিল ঘোষণার পূর্বেই 'সুজন'-এর উদ্যোগে ১২ আগস্ট ২০১৭, রংপুর চেম্বার হলে 'আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন ও নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক নাগরিক সংলাপের আয়োজন করা হয়। 'সুজন' রংপুর জেলা কমিটির সভাপতি আকবর হোসেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংলাপে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ। সংলাপে সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা, কাওছার জামান বাবলা, রেজাউল ইসলাম মিলন, চৌধুরী খালেকুজ্জামান, অ্যাডভোকেট ইলিয়াছ আহমেদ, তুষার কান্তি মণ্ডল, আবুল কাশেম, রাশেক রহমান, অ্যাডভোকেট রথীশ চন্দ্র ভৌমিক ও এ কে এম আবদুর রউফ মানিক। নাগরিক সংলাপে একদিকে যেমন নির্বাচন ও সিটি করপোরেশনকে নিয়ে 'সুজন'-এর প্রত্যাশার কথা তুলে ধরা হয়, পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রার্থী ও বিশিষ্ট নাগরিকরা তাঁদের প্রত্যাশা তুলে ধরেছেন। একইসাথে সংলাপে নির্বাচনকে সামনে রেখে 'সুজন'-এর সম্ভাব্য কর্মসূচি উপস্থাপন করা হয়, আরও কী ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শও গ্রহণ করা হয়।

- **সংবাদ সম্মেলন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে চেম্বার ভবন, রংপুর-এ 'সুজন'-এর উদ্যোগে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলন থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রার্থী ও সমর্থক, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং ভোটার প্রতি 'সুজন'-এর আহ্বান ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ভোটার ছাড়া অন্যান্যদের প্রতি সুজন-এর আহ্বান ছিল স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার। ভোটারদের প্রতি আহ্বান ছিল প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে ও বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার। এছাড়াও গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে একই স্থানে (চেম্বার ভবন, রংপুর) আরেকটি সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকায় আরেকটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে প্রথম এবং দ্বিতীয় সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৫ জন মেয়র প্রার্থীর তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। নির্বাচনের পর গত ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে রংপুরে সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনের প্রাথমিক মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচনে বিজয়ীদের তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি নির্বাচনের সার্বিক মূল্যায়নও তুলে ধরা হয়।

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে 'সুজন'-এর উদ্যোগে রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করা হয়, যাতে ৫ জন মেয়র প্রার্থী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত থাকার সম্মতি জানানো সত্ত্বেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী জনাব সরফুদ্দীন আহম্মেদ এবং স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী জনাব হোসেন মকবুল শাহরিয়ার অনুপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে ১, ৬, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩ নং ওয়ার্ডে মোট ১৪টি এবং সংরক্ষিত ৭ নং ওয়ার্ডের নারী প্রার্থীদের নিয়ে একটি মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরেন; তেমনি ভোটারাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ পান। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা লিখিত অঙ্গীকার করেন এবং প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ভোটাররাও শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, হাজার হাজার নারী পুরুষ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানসমূহে উপস্থিত হয়েছিলেন।

- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** মেয়র প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয়েছিল এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। একইভাবে একটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডসহ যে ১৫টি ওয়ার্ডে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, সে সকল ওয়ার্ডেও তথ্যচিত্র বিতরণ করা হয়।

- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা আকারে প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র আমরা অতীতের মত মেয়র, ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে সুজন পরিচালিত ওয়েবসাইট (www.votebd.org) সন্নিবেশিত করা হয়।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে পরিচালিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়েও সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। সুজন-রংপুর জেলা কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং পিস প্রেসার গ্রুপের সদস্য জনাব মাকসুদার রহমান মুকুলের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক দল গত ১৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পিক-আপে করে পুরো সিটি করপোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই প্রচারণা চালানো হয়। জনবহুল স্থানসমূহে ঘুরে ঘুরে প্রচারণার পাশাপাশি ৩৫টি স্থানে ৩৫টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও করা হয় এই টিমের নেতৃত্বে।

- **মানববন্ধন:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭, সকাল ১১টায়, প্রেসক্লাব চত্বর, রংপুরে একটি মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মূল আহ্বানের পাশাপাশি কোনো প্রার্থী বা তাদের সমর্থকরা যদি অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট ক্রয়ের জন্য মাঠে নামেন, তবে ভোটাররা যেন একতাবদ্ধ হয়ে তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে, সে আহ্বান জানানো হয় ভোটারদের প্রতি। একইভাবে শুধু ভোট প্রদান নয়, ভোটের ফলাফল রক্ষার ব্যাপারেও সজাগ থাকার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

- **প্রচারণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার:** বিগত সব নির্বাচনে 'সুজন' মূলত অফলাইনেই বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা চালিয়েছিল। এবার প্রথমবারের মত অফলাইনে কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক ও ইউটিউব) প্রচারণা চালানো হয়। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সুজন সচিবালয়ের দুইজন কর্মকতা (জনাব আহসানুল কবির ও সাইফুল সারওয়ার) রংপুর মহানগরীতে যান। তাঁরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা সম্পর্কে মতবিনিময়ের জন্য স্থানীয় তরুণদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করেন। পরবর্তীতে একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী 'সুজন'-এর ফেসবুক পেইজে (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমুখী প্রচারণা চালানো হয়। এ লক্ষ্যে নির্বাচনের আগে-পরে সবমিলিয়ে ৬৭টি কনটেন্ট/পোস্ট আডলোড করা হয়। কনটেন্ট/পোস্টগুলো ১ লাখ ৫৪ হাজার ৫২৭ জনের পৌঁছে এবং বিভিন্নভাবে পোস্টে রিঅ্যাক্ট (কমেন্ট ও লাইক) করেন বা যুক্ত হন প্রায় ১৮ হাজার ৫৪৪ জন। 'সুজন'-এর ফেসবুক পেজে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান ও সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল বৈঠক সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এছাড়াও রংপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও প্রার্থীদের হলফনামার তথ্য নিয়ে যে ভিডিও কনটেন্টগুলো আপলোড করা হয় ২৭ হাজার ৪৩৭ জন দর্শক সে ভিডিওগুলো দেখেছিলেন।

শেষকথা

আমাদের মত সকল নাগরিকের প্রত্যাশা ছিল যে, রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ ও নিরপেক্ষতার সাথে অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যেই অন্যান্য সহযোগীদের সাথে নিয়ে 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। আমাদের ধারণা, নির্বাচন কমিশন তথা রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার কারণেই এই নির্বাচন সফল হয়েছে। কেননা নির্বাচন কমিশন যত শক্তিশালী বা আন্তরিক হোক না কেন, সরকার, রাজনৈতিক দল, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী-সহ সকল অংশীজনের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া কখনই অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা হতো না। রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট সকলের সুসমন্বয় সম্ভব হয়েছিল বলেই এই নির্বাচন একটি মডেল নির্বাচন হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তবে বাস্তবতা হলো এই যে, একেবারেই সহিংসতামুক্ত যে নির্বাচনের স্বপ্ন আমরা দেখি তা পুরোপুরিভাবে পূরণ হয়নি। অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় কম হলেও নির্বাচনের পূর্বে কয়েকটি ওয়ার্ডে এবং নির্বাচনের পর দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বড় ধরনের না হলেও ছোটো-খাটো আচরণবিধি ভঙ্গের ঘটনাও ঘটেছে। এই নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব থেকে আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলো অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে 'সুজন' মনে করে।

আলোকচিত্রে রংপুর সিটি করপোরেশন-২০১৭ উপলক্ষে 'সুজন' পরিচালিত কার্যক্রম

'আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন ও নাগরিক ভাবনা' শীর্ষক নাগরিক সংলাপ (রংপুর)

নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে সংবাদ সম্মেলন (রংপুর)

নিরপে ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে মানববন্ধন (রংপুর)

সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করার লক্ষ্যে নগরীতে সাংস্কৃতিক প্রচারণা

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান (রংপুর)

মেয়র প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটারদের শপথ গ্রহণ

কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান
(১৭নং ওয়ার্ড)

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে ভোটারদের শপথ গ্রহণ
(২২নং ওয়ার্ড)

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন শীর্ষক
সংবাদ সম্মেলন (রংপুর)

বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপন ও 'সুজন'-এর দৃষ্টিতে নির্বাচন
শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

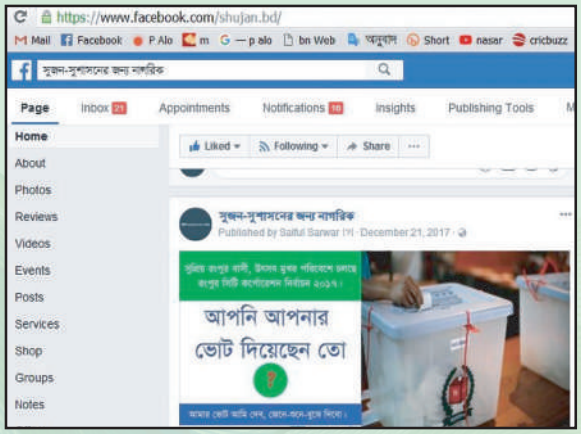

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক ও ইউটিউবে) প্রচারণা

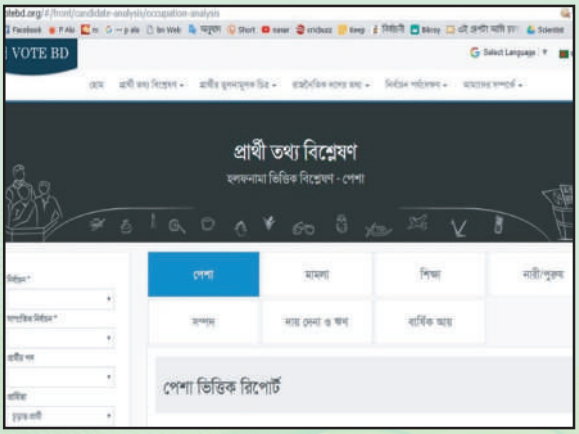

সুজন পরিচালিত ভোট বিডি ওয়েবসাইটে নির্বাচনে
প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য সন্নিবেশন

রংপুরের সফল নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় করণীয় শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক (১১ জানুয়ারি ২০১৮, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা)

তথ্যসূত্র:

১. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
২. উইকিপিডিয়া।
৩. নেসার আমিন, বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল (১৯২০-২০১৬), প্রান্ত প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৭।
৪. www.votebd.org
৫. www.rpcc.gov.bd
৬. যুগান্তর, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭
৭. বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২০ ডিসেম্বর ২০১৭
৮. বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২১ ডিসেম্বর ২০১৭
৯. সমকাল, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭
১০. প্রথম আলো, ২১ ডিসেম্বর ২০১৭
১১. প্রথম আলো, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭
১২. কালেরকণ্ঠ, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭
১৩. দি ডেইলি স্টার, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭
১৪. ইত্তেফাক, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭
১৫. http://parstoday.com/bn/news/bangladesh-i50207
১৬. বাংলা ট্রিবিউন ডটকম, ২২ ডিসেম্বর ২০১৭

রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন-২০১৭

সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীকে নির্বাচিত করুন

"একটি রাষ্ট্রে নাগরিকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন পদ নেই।"- বিচারপতি ফ্যালিক্স ফ্রাঙ্কফার্টার

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকরাই দেশের মালিক। তাই নাগরিকদের সক্রিয়তা এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করে দেশের **গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি।** নাগরিকরা জেনে-শুনে-বুঝে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রতিনিধি নির্বাচিত করেই জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু নাগরিক হিসাবে আমরা যথেষ্ট সচেতন ও সক্রিয় না হওয়ায়, দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নব্বইয়ের দশকে দেশে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার যে শুভ সূচনা হয়েছিল, তা নির্বিঘ্নে এগুতে পারেনি এবং বিকাশ লাভ করেনি। **একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের জন্য যাতনার বিষয় এই যে-**

☞ অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও, আজও আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি;
☞ জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এখনও ছড়িয়ে আছে দুর্নীতি, যা উগ্রবাদকে উসকে দিতে পারে;
☞ দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের কারণে আজও আমাদের দেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও সাধারণ মানুষের বঞ্চনার অবসান ঘটেনি;
☞ আজও আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ এবং সুশাসনের প্রত্যাশাও সুদূর পরাহত;
☞ সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ এখন আমাদের জন্য বড় ধরণের হুমকি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ।

নাগরিকদের সচেতনতা, সক্রিয় ভূমিকা এবং সঠিক সিদ্ধান্তই পারে এমন পরিস্থিতি থেকে দেশকে মুক্ত করতে। আসন্ন সিটি করপোরেশন নির্বাচন আপনার সামনে এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সঠিক প্রার্থীকে নির্বাচিত করার মাধ্যমে আপনি আপনার এলাকা তথা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়াও দেশের মালিক হিসাবে সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক ও অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। **কিন্তু আপনি যদি আসন্ন নির্বাচনে –**

☞ অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেন, তাহলে তার অপকর্মের জন্য আপনিও নৈতিকভাবে দায়ী থাকবেন;
☞ টাকা-পয়সা বা অন্য কোন সুবিধার বিনিময়ে যদি অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রার্থীকে ভোট দেন, তবে তা হবে আপনার বিবেক বিক্রির সামিল;
☞ ভোট বিক্রি করলে, নির্বাচিত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা প্রতিবাদের নৈতিক এখতিয়ার আপনি হারাবেন।

একজন সচেতন ও জাগ্রত নাগরিক কখনই ভোট বিক্রি করেন না। বরং সুবিবেচনা ও সচেতনতার সঙ্গে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচন করেন। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী বাছাই করার জন্য প্রয়োজন প্রার্থীদের সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়া। বর্তমান নির্বাচনী আইন অনুযায়ী প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থী ও তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের সম্পত্তি, দায়-দেনা, মামলা-মোকদ্দমাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক হওয়ায়, আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ এ সকল তথ্য প্রদান করেছেন। তথ্যসমূহ আপনার অবগতির জন্য অপর পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো। **এবার ভেবে দেখুন -**

☞ প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যগুলো কি বিশ্বাসযোগ্য?
☞ কোন প্রার্থী কি অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে?
☞ কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত করলে আপনার এলাকা দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নমুক্ত হবে?
☞ কোন প্রার্থী নির্বাচিত হলে আপনার এলাকার উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ হবে? আপনি প্রয়োজনীয় সকল সেবা পাবেন?
☞ কোন প্রার্থী সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত?

দেশের মালিক হিসেবে সজাগ থাকুন, যাতে মিথ্যাচার বা সত্য গোপনের মাধ্যমে আপনার চোখে ধুলো দিয়ে কোন অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হতে না পারেন। নাগরিক হিসেবে আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত ও সক্রিয় ভূমিকার মাধ্যমেই নির্বাচিত হতে পারেন সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী। তাই আপনার প্রতি আহ্বানঃ

সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দেশে **গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায়** যথাযথ ভূমিকা রাখুন।

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক, পিস প্রেসার গ্রুপ ও পিস অ্যাম্বাসেডরস

সচিবালয়ঃ হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭

ফোন : ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১৪ ৬২৭১, ফ্যাক্স : ৯১৪ ৬১৯৫

E-mail:shujan.info@gmail.com ওয়েবঃ www.shujan.org ও www.votebd.org